আমাদের ঘরের দুলাল

নাটক।

শ্রীহীরালাল মিত্র কর্তৃক

বিরচিত।

"রসো বৈসঃ"

কলিকাতা

চিৎপুর রোড বটতলা ৩১৮ নং ভবনে

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত এবং মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৯১।

OPINIONS.

"A Native, under the Sonbriquet of a "Tekchand," with the wit of a Dickens or a Moliere, has exposed the evils of Spirit Drinking, Female Ignorance, and Young Bengalism among his Countiymen, and his works have met with a large circulation."

THE REV. J. LONG.

"Tekchand thacoor, has written a tale, the like of which is not to be found within the entire range of Bengali Literature. He is evidently well read in English novels. He seems to be familiar with Defoe, Fielding, Scott, Dickens, Bulwer, Thackery, and other masters of fiction; whether he has succeeded in catching the spirit of those immortal writers and in transfusing some portion of their spirit into his mother tongue, those of our readers, who are able to peruse the story in the original, will judge for themselves."

CALCUTTA REVIEW.

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি বৃন্দ।

বাবুরাম বাবু	বৈদ্যবাটীর জমিদার।
মতিলাল	বাবুরাম বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র।
রামলাল	বাবুরাম বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র।
বরদা বাবু	বাবুরাম বাবুর বান্ধবগণ।
বেণী বাবু	
বেচারাম বাবু	
রমেশ	বাবুরাম বাবুর পারিষদ।
বাঞ্ছারাম	
ঠক্ চাচা	বাবুরাম বাবুর পরামর্শী।
বলরাম	মতিলালের ইয়ার।
জলধর	
গদাধর	
দোলগোবিন্দ	
মানগোবিন্দ	
প্রেমনারায়ণ মজুমদার-	বাবুরাম বাবুর সরকার।
হরি	বাবুরাম বাবুর ভৃত্য।
রাম	বেণী বাবুর ভৃত্য।

মুন্সি, গুরুমহাশয়, পূজারি, ঋষি, তর্কসিদ্ধান্ত-
কবিরাজ ও গ্রাম্য ভূপ্রাতি।

স্ত্রীগণ।

মোক্ষদা	বাবুরাম বাবুর কন্যাদ্বয়।
প্রমদা	
বিনোদিনী	বাবুরাম বাবুর দ্বিতীয়া স্ত্রী।
কাত্যায়নী	মতিলালের স্ত্রী।
রামমণি	দাসিদ্বয়।
সাবি	

বৃদ্ধা স্ত্রী, গৃহিনী, অন্যান্য স্ত্রীলোক প্রভৃতি।

নান্দী পাঠ।

জয়তি জিতেন্দ্রিয় জনগণ পেয়ং।
গেয়ং সুনিপুণ কবিভিরামেয়ং॥
তরল মতি ভিরতি দুর্লভ লেশং।
কিমপিচ সুরস পীযূষ মশেষং॥

(নট, ও নটী গান গাইতে প্রবেশ)

(গীত)

রাগিনী—ইমন কল্যাণ। তাল আড়া।

জীবন সফল কর, জীবন অর্পিয়ে তাঁরে।
দুস্তার ভব বিস্তারে, তিনি বিনে কে নিস্তারে॥
তিনি এক অদ্বিতীয়, যাবত জীবের প্রিয়,
সবাকার আরাধীয়, জ্ঞানামৃত, মূলাধারে।
সংসারের যে আনন্দ, ক্ষনশীল নিরানন্দ,
যদি চাহ সদানন্দ, ডাক তাঁরে বারে বারে॥

নটী। নাথ! তুমি যে অভিনয় কোর্‌বে বোলে এলে তাতে আমার বড় মন যাচ্চে না; কোন সার রস বিষয়ক নাটক অভিনয় করুন।

নট। সার রস!

"ধনং ধনং স্বর্ণ ধনং।
বলং বলং ভ্রাতৃ বলং ॥
দীপং দীপং চন্দ্র দীপং।
রসং রসং নারিং রসং" ॥

তবে যেন কোন নায়িকা রস অভিনয়ই তোমার ইচ্ছে হোচ্চে, স্ত্রীলোক কি না!

নটী। সেকি নাথ, তুমি নারিরসকেই সার রস বিবেচনা কর নাকি?

নট। কেবল আমি কেন? আমার মতন তো অনেকেই আছে? আর তার প্রমাণও তোমাকে দ্যাখালেম।

নটী। ও চাট্‌টে কথা আমার একটাও মনের মতন নয়?

"ধনং ধনং ধান্য ধনং।
বলং বল বাহু বলং।
দীপং দীপং চক্ষু দীপং ॥
রসং রসং তত্বং রসং" ॥

আপনি তত্বরস বিষয়ক কোন একখানি নাটক অভিনয় করুন।

নট। প্রিয়ে! তবে তুমি "আলালের ঘরের দুলাল" অভিনয় কোত্তে অমত কোচ্চ ক্যান?

সেতো তত্ত্ব রসের অন্তরঙ্গ, মনুষ্যে দুষ্কর্ম্মান্বিত হইয়া ধর্ম্মাশ্রয় কোল্লে তাহার ও সদ্গতি হয়। " আলালের ঘরের দুলালের " এই স্থূল মর্ম্ম। লেখক সে খানিতে অপরিসীম পাণ্ডিত্য শক্তি প্রকাশ কোরেচেন, তত্ত্বরস নিরূপণে "কর্ম্ম" ও "জ্ঞান" এই দুইটী প্রধান, মতিলালকে দুষ্কর্ম্মাধীন কোরে শেষে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়েচেন, তন্মধ্যে কৌতুক, করুণা প্রভৃতি সকল রসই আছে!

নটী। নাথ! "আলালের ঘরের দুলালের" কি এমন উত্তম উদ্দেশ্য তা আমি জান্‌তেম না? তবে আপনি তাহাই অভিনয় করুন।

নটী। এক্ষণে চল আমরা সজ্জা কোরে আসি।

(নট ও নটীর প্রস্থান)
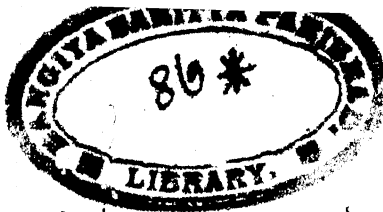
আলালের ঘরের দুলাল

(নাটক ।)

প্রথমাঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

(বাবু রাম বাবুর বৈটকখানা ।)

(বাবুরাম বাবু ও রমেশ আসীন ।)

রমে । মহাশয় ! কর্ম্মটী কি পরিত্যাগ করাই নিশ্চিত হোলো ?

বাবু । বুড়ো বয়েসে চাক্‌রী করা আর পোষায়না, সাহেবদের বোলে কোয়ে তাই প্যান্‌-সন্‌ নিলেম । বিষয়াদি এক প্রকার যাহা কোরেচি তাতে এক রকম বেস চোল্‌তে পার্‌বে ? আর কেবলই যে নিশ্চিন্ত হয়ে বোসে থাক্‌বো তাওতো নয় ; জমিদারী, সওদাগরিতেও বেস আয় হোতে পারবে । আর বিশেষ কি

জান? এখন আমি যে দরের লোক হয়েচি, তাতে পরের চাকরী করা আর ভাল দেখায় না। মানী যেমন হোতে হয় তা আমি হোয়েচি, একে বলরাম ঠাকুরের সন্তান, তাতে কন্যা দুটীকে অল্প বয়সে সুপাত্রে ও সমান ঘরে বিবাহ দিয়েচি, তাহাও আমার অল্প ক্ষমতা নহে; কোন বিষয়ে আমার আর মানের কমী নাই; দেখ্‌তেতো পাচ্চ? গ্রামের যাবদীয় লোকটার আমি যেন মাথা হয়েচি।

রমে। মশায়! ও কথা আর কি বোল্‌বো? সেদিন ঘোষাল পাড়ায় যা শুনে এলেম তা মহাশয়ের সম্মুখে আর বলা উচিত নয়।

বাবু। (ব্যস্ত হইয়া) রমেশ! কি হ্যা? কথাটাই কি বল না?

রমে। মশায়! তারা সব বলাবলি কচ্ছিল, যে "বাবুর মতন লোক খুঁজে নিতে হয়। বিশেষতঃ এ বদ্দিবাটীতে এখন এমন লোক হয়নি, আর হবেও না"?

বাবু। বটে! এরকম কি বদ্দিবাটীর সকলে বলাবলি করে হ্যা?

রমে। স্কুল বদ্দিবাটী কেন মশায়? যেখানে যাই সেখানেই আপনার সুখ্যাতি শুন্‌তে পাই?

বাবু। (স্বগত) তা লোক আমি সে দরেরই হয়েচি। (প্রকাশ্যে) দেখ রমেশ! এ ঠাট্‌টাতো বজায় রাখ্‌তে হবে? (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) আমি আর কদিন, এখন কোনমতে মতিকে মানুষ কোত্তে পাল্লে হয়? মতি অতি সুবোধ ছেলে, বোধ করি শীঘ্রই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

রমে। আজ্ঞে, মতিবাবুর কথা কি বোল্‌বো? কেবল যে রূপে মতি তা নয়; লেখা পড়ায় ও তেমনি মতি? সে দিন আমি পাঠশালায় গিয়ে পাঠে এম্‌নি মনোযোগ দেখ্‌লাম্‌ তা আর কি বোলবো?

বাবু। বটে? এখনও বয়েস্‌ কম, বয়েস্‌ হলে আরো হবে।

রমে। তার আর সন্দেহ আছে মশায়?

(গুরু মহাশয়ের প্রবেশ।)

গুরু। (স্বগত বলিতে২) বাপ্‌! এ ছেলেকে-তো পড়ান আমার সাধ্য নয়, ছেলে যা শিখেছে

সাঁতেই বশ আছে, জ্বালাতনের শেষ নাই, একবার চোক বুজ্‌লেই অম্‌নি নাকে কাটি দ্যায় ও অবকাশ পেলেই কলা দেখায়; এমন শিষ্যের হাত হোতে ত্বরায় মুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য, এর চেয়ে আমার সরকারগিরি তো ভাল, তাতে পাঁচটা উপরি আছে; (বাবুর প্রতি প্রকাশ্যে) মহাশয়! আমার কিছু বক্তব্য আছে।

বাবু। কি হে, কি বল দেখি?

গুরু। মশায় মতি বাবুর তো কলাপাতা ও কাগজ লেখা এক প্রকার শেষ হয়েচে, তার পর একপ্রস্থ জমিদারী কাগজ পর্য্যন্ত লেখান গিয়াছে।

বাবু। (আহ্লাদে) বটে, (রমেশের প্রতি) শুন্‌লে হে রমেশ?

রমেশ। তা না হবে কেন? মহাশয় কথাতেই আছে যে "সিংহের সন্তান কখন শৃগাল হয় না"।

বাবু। (গুরুমহাশয়ের প্রতি) দেখ হে ঘোষ্‌জা? আজ অবধি তুমি পুনরায় সরকারগিরিতে নিযুক্ত হওগে।

গুরু। (স্বগত) রাম! বাঁচলেম! কল্য সকালেই গঙ্গাস্নান কোরে আস্বো, এ ছেলের হাত থেকে যে এড়াব এমন আমার মনে ছিল না, ভেবে ছিলাম অপঘাতেই প্রাণটা বেরিয়ে যাবে (প্রকাশ্যে) মশায় এখন তবে আসি।

বাবু। আচ্ছা—

(গুরুমহাশয়ের প্রস্থান)

বাবু। (নেপথ্যাভিমুখে) ওরে হোরে! এক ছিলিম তামাক দে।

(কলিকাতে ফুঁ দিতে২ হরির প্রবেশ)

হরি। (স্বগত) সকাল অবধি কেবল তামাক২, তামাক বৈ আর কথা নাই, পয়সা চাইলেই অমনি রেগে আগুণ, তামাক যেন ঘরে জন্মায়; ভ্যাগিস্ যে পোড়া গুল গুলা ভিজিয়ে সেজে দি, তা না হোলে মাসে মাসে বাড়ী থেকে কিছু কিছু এনে আমাকে চাক্‌রি কোত্তে হোতো।

(কলিকা দিয়া প্রস্থান)

বাবু। (তামাক খাইতে২) দেখ রমেশ, এখন মতিকে কিঞ্চিৎ পার্সি ও ব্যাকরণাদি পড়ান আবশ্যক হোচ্চে।

রমে। তাতো চাই, প্রথম ব্যাকরণ পড়াতে তো ভাল একজন টোলের পণ্ডিত চাই, তাকৈ!

বাবু। কেন? আমাদের পূজারি বামুন।

রমে। হাঁ! ওটা আমার স্মরণ ছিলনা, তা তাঁর টোলে পড়া আছে কি?

বাবু। আরে, বামুণ নামাই সব ব্যাকরণ জানে, ভাল, তারে এক বার ডেকে জিজ্ঞাসা করাই যাগ না কেন? (নেপথ্যাভিমুখে) হোরে২!

(নেপথ্যে আজ্ঞে যাই)

হরি। (স্বগত বলিতে২ প্রবেশ) আঃ ডাকের উপর ডাক, ডাকের উপর ডাক, ডাক্ আর ফুরোয় না; এর চাকরি যেন আমাকে গেরো ধোরে আছে, (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে।

বাবু। বেটা এক ডাকে উত্তর দিতে পারিস্ না, দেখ্, আমার পূজারি বামুণকে একবার ডেকে দে তো?

হরি। যে আজ্ঞে (যাইতে২ স্বগত) তবু ভাল বংশীঠাকুর যে এখনো ঠাকুরঘরে আছে।

বাবু। রমেশ! মতির যে রকম মেধা,

বোধ করি মাসেক দুই মাসের মধ্যেই ব্যাকরণ খানা শেষ কোরে ফেল্‌বে ?

রমে। মশায়! বলেন্ কি ? আপ্‌নি তবে কিছুই জানেন না ? জোর দুদিন চাদ্দিন ?

বাবু। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) বল কি হে ?

রমে। মশায় তা নয় তো কি ? সে যে কি ছেলে তা আর কি বোলবো ? যেটা একবার শোনে তাতো আর ভোলে না।

(পুজারি ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

পূজা। (স্বগত বলিতে২) বাবু তো আমায় কখন ডাকেন না, আজ এমন হটাৎ ডাক্‌লেন কেন ? হয়ত সর্ব্বনাশ নয়তো মঙ্গল— যাহা হউক, সম্মুখে গিয়েতো দাঁড়াই—কপালে যা আছে তাই হবে। (প্রকাশ্যে) মশায়! আমাকে কি ডেকেচেন ?

বাবু। 'হাঁ হে তোমায় ডেকেচি বটে ? দেখ মতির গুরুমশায়ের কাছেতো পড়া এক রকম শেষ হয়েচে, এখন কিছু ব্যাকরণ শেখান উচিত, তা তুমি বাড়িতে আছ, তোমাকে

ছেড়ে আবার কাকে ডাকতে যাব? ভাল: তোমার তো কিছু ব্যাকরণ পড়া শুনা আছে?

প্রজা। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! ব্যাকরণ ট্যাকরণ তো কিছুই জানি না, একালপর্য্যন্ত কেবল চাল কলারি পুঁটলির সিদ্ধান্ত কোরে এসেচি? তাতে তো দেখ্‌চি পরিবারদের পেটে খেতে কুলায় না, ব্যাকরণই যদি জানবো তবে আর ঘণ্টা নেড়ে মোরবো কেন? যা হোগ তা কিছু বলা হবে না, এক্‌টা সাজিয়ে গুজিয়ে কিছু বোলে ফেলি "লাগে তীর না লাগে তুক্ক" বামুনে কপালটা একবার পরক কোরে দেখা যাক্ (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে হাঁ, আমি কুন্নুইমোড়ার ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্ত-বাগীশের টোলে একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিচি, কপাল মন্দ বোলেই পড়া শুনার দরুণ কিছুই লাভ ভাব হয় না, কেবল আদাজল খেয়ে মহাশয়ের নিকট পোড়ে আছি।

বাবু। সে সব কথা থাক্, এখন আজ অবধি তুমি মতিকে ব্যাকরণ শিক্ষা দাও দেখি?

প্রজা। যে আজ্ঞা মশায়? এ বিষয়ে আমার যত দূর সাধ্য হবে পরিশ্রম কোত্তে কশুর

কোর্‌বো না।" (স্বগত) এই বেলা বাড়ী যাই, ব্যাকরণের দুএকপাত শিখ্‌তে পারি ত শিখিগে, বিদ্যার সঙ্গেতো একরকম দলাদলি, যজমানদের বাড়ীতে সরস্বতী পূজা করি বটে? কিন্তু ধ্যান কোন শালা জানে, কিসে আর তিনি সদয় হবেন; শেখবার মধ্যে কেবল ঘণ্টা নেড়ে পেট পূজা কোত্তে শিখেচি, তা না শিখ্‌লে হাড়ে দুর্ব্বগজাত। যা হোক্ এখন গৃহিণীকে এই সংবাদটা ত্বরায় দিগে; বুঝি তাঁর কাঁশার মল এত দিনের পর ঘুচ্‌লো।

(পূজারির প্রস্থান)

বাবু। ওরে হোরে! বাক্সটা নে যা।

হরি। (নেপথ্য হইতে) আজ্ঞে যাই।

(সকলের প্রস্থান)

(হরির প্রবেশ এবং বাক্স লইয়া প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(মতিবাবুর পাঠ্যালয়)

(মতি বাবু ও বলাই আসীন।)

মতি। আমার কাছে পেরে ওঠা বড় সামান্য কথা নয়? একি ছেলের হাতের মোঁয়া? কেমন শালার গুরুমশায়কে তাড়িয়েচি? আমি বাপ মার আদুরে ছেলে, রামলালকে কিছু তাঁরা আমার মতন ভাল বাসেন না। আমি লেখা-পড়া শিখি না শিখি তাতে কি বোয়ে গ্যালো? কেবল নাম্‌টা সই কোত্তে পাল্লেই হোলো, তাও না হলে চলে; আজকাল অনেকেই তো ঢেরা সই চালিয়েচে। বলাই! ও সব বাজে কথা থাক্, একছিলিম মিটেকড়া রকম সাজ দেখি?

বলা। (তামাক সেজে আগুন তুলিতে২) তা বৈ কি? লেখাপড়া শিখে কি হবে? কত ব্যাটা শিখেতো কেবল টো২ কোরে বেড়াচ্চে, এক্‌টা পয়সাও যোটে না? তা তোমার তো খাবার পরবার যো আছে, ও কথা যাগ, এখন তামাক খাও। (হুঁকা দান)

(দ্বারে পূজারির প্রবেশ)

মতি। (দ্বারের দিকে চাহিয়া) আবার ঐ যে আর এক আপদ আস্‌চে, একটু বসে আমোদ করবার কি যো আছে? হুঁকোটা রাখ হে।

(পূজারির প্রবেশ)

মতি। খপর কি? বাবা বুঝি ডেকেচেন্?

পূজা। আজ্ঞে না, কর্ত্তা মশায় ডাকেন নি? আপনাকে ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার জন্য আ-মাকে পাঠিয়ে দিলেন্।

মতি। ও বলাই! বলাই! আবার এক দায়, ব্যাটাকে বারকোরে দে, বারকোরে দে, আরে আমি যদি ব্যাকরণ শিখ্‌বো তবে বলাই টলাই এরা কোথা যাবে? এইত আমোদ কর্‌-বার বয়েস! এখন কি আর ও সব ভাল লাগে?

বলা। তা বটেই তো?

পূজা। আমি এই ব্যাকরণ এনেচি, বাবু একটু মনোযোগ দিয়ে শুন্নুন্।

মতি। (স্বগত) এত ভাল আপদে পোড়লেম্, চালকলা খেকো ভূত ব্যাটা যে বড় ত্যাক্ত আরম্ভ

কোল্লে। (প্রকাশ্যে) হ্যাদ্যাখ্ ব্যাটা? তুই যদি এমনি কোরে ত্যাক্ত কোত্তে আসবি, তবে ঠাকুর ফেলে দিয়ে তোর নিত্য চাল কলা পাওয়ার দফা ঘুচিয়ে দেবো? আবার যদি বাবার কাছে এ সব কথা বোলবি, তাহলে কালই তোর ব্রাহ্মণির সিঁদুর পরা ঘুচিয়ে দেবো।

পূজা। (স্বগত) ছ মাস কাল পুজা কচ্চি, তার দরুণ একটা পয়সা দেখিনে, আবার "লাভঃ পরম্ গোবধঃ" প্রাণ নিয়ে টানাটানি, এখন ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি (প্রকাশ্যে) বাবু?

মতি। আবার বাবু, তোর এখানে থেকে কাজ নাই, যদি টাকা চাসতো, এই নে। (মুদ্রা-প্রদান) যা, বাবাকে বলগে আমি সব শিখেচি।

পূজা। (স্বগত) যথা লাভ (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে তবে আমি যাই।

মতি। দ্যাখ্! আজ গিয়ে সব শিখেচি যেন বলিস্ নে? তা হলে বিশ্বাস কোরবেন্ না? দিন কতক পরে যাস; কিন্তু এ কথা যেন প্রকাশ না হয়?

পূজা। যে আজ্ঞা।

(পূজারির প্রস্থান।)

মতি। আঃ! আপদ গ্যালো! বাঁচলেম্‌; ব্যাট্যা যেন ছিনে জোঁক, কিছুতেই ছাড়ে না; কিন্তু টাকা এমনি সামগ্রী, পাবা মাত্রেই অমনি খুসি হয়ে চোলে গ্যালো। বলাই! এখন ও সব কথা যাক্, হুঁকোটা বার কর ভাই, আর ভয় নাই।

বলা। (হুঁকা লইয়া) এই নাও। দেখ মতি, আজ রাত্রে হয়তো শামা আস্‌বে? শামা লোক্‌টা বেস ইয়ার, কিন্তু দ্যাখো, একটা বাঁয়া ঠিক কোরে রাখ্‌তে হবে, সে তার সেতার নিয়ে আস্‌বে, খুব মজা হবে।

মতি। তুমি ভাল বোল্‌লে? এখন বাঁয়া কোথায় পাই, আচ্ছা, চার আনা পয়সা দিলে হবেনা? তাহলে মার কাছ থেকে জল খাবার কিন্‌বো বোলে নিয়ে আসি।

বলা। তা হলেই হবে? তা যখন বাড়ির ভিতর যাবে অমনি নিয়ে এসো, ভুলনা যেন? আমি শামাকে বোলে এসেচি, যে একটা বাঁয়া এনে রাখ্‌বো।

(হরি চাকরের প্রবেশ)

মতি। (হরির প্রতি) বাবা কি ডাক্‌চেন ?

হরি। না—কর্ত্তা আস্‌চেন।

মতি। বলাই! হুঁকোগুলো লুকিয়ে তোরা ভাই এ দিকের দরজা দিয়ে পালা। (হরির প্রতি) হরি! আমাকে ঐ বৈখানা দেত।

(হরি পুস্তক লইয়া প্রদান)

মতি। (পুস্তক লইয়া স্বগত পাঠ)।

(বাবুরাম বাবু ও রমেশের প্রবেশ)

বাবু। দেখ রমেশ? মতিকে কখন আমি বই ছাড়া দেখিনে।

রমে। মশায়! তা না হলে ব্যাকরণ এত অল্প সময়ে কে শেষ কোত্তে পারে বলুন ? মতি বাবুর বেস মেধা।

বাবু। ব্যাকরণ তো একপ্রকার হোলো, বাঙ্গালায় আর কাজ নাই, এখন আমার ইচ্ছা যে অগ্রে কিছু পার্সি শিখাই, পরে ইং-রাজী শিক্ষা করিতে দিব, তা ভাল, কাহাকে মুন্সি রাখা যায় বল দেখি ?

রমে। মশায়! আমাদের আলাদি দরজির নানা হবিবলহোশেনকে আন্‌লে হয় না? কারণ সে পার্সি বেস জানে, আর খুব অল্পে হবে।

বাবু। ক্ষতি কি? (হরির প্রতি) ওরে হোরে! হবিবলহোশেনকে ডেকে নিয়ে আয়, আর আমার আংরাকা দুটোর একবার তাগাদা করিস্।

হরি। যে আজ্ঞে। (স্বগত) এ ছেলের সব বিদ্যাতো হোলো, কেবল এইটে বাকি আছে? বাবুর সংপূর্ণ গেরো; আবার কপালগুণে তেমনি শেখাবার সব লোকও যোটে, কোথায় সরকার, পূজারি; দরজি, বেস সব পণ্ডিত। যাই বাবু? আবার দেরি হোলে কর্ত্তা আর রক্ষা রাখ্‌বেন্‌না?

(হরির প্রস্থান)

বাবু। দেখ রমেশ? এখন তাদৃশী পার্সির চর্চ্চা নাই, তবু কিছু জানা আবশ্যক বটে? জমীদারি কোত্তে গেলে মামলা মকদ্দমায় দুই চারটে আদালতের গত জানা চাই।

রমে। তার সন্দেহ কি মশায়? কেমন যে

জমীদারির বিষয়ে এক একটা পার্সির কথা প্রচলিত আছে, তাহা পার্সি না জান্‌লে ভাল কোরে বুঝে ওটা কার সাধ্য।

(হবিবলহোশেন ও হরির প্রবেশ)

হরি। মশায়! আংরাকা এখন তয়ার হয় নি, আর এই হবিবলহোশেন এসেচে।

(হরির প্রস্থান)

হবি। শেলাম বাবু? হজুর ডেকে পেটিয়েচেন কেন? মোর এরাদা জল্‌দি এসে, ল্যাকেন্ মুই এক্‌লা, তেই লেগে এস্তে পারেনি।

বাবু। দেখ, আমার মতিকে তোমায় কিছু পার্সি পড়াতে হবে, তা তোমার কিছু পড়া শোনা আছে? বয়েসতো ঢের দেখ্‌চি?

হবি। হজুর! কি এজ্জে কোচ্চেন? মোর পড়া বহুত; মুই আল্লামি দোমেন দপ্তর তাল্‌ক নেগা আছে।

বাবু। অত আর পড়াতে হবে না? অমনি কাজ চালানে গোচ। তা এখন কি দিতে হবে বল দেখি?

হবি। মোর সাতে মেইনের বাতে কাম কি? আচ্ছা, পাঁচ টাকা দিবেন।

বাবু। রমেশ! কি বলে হে? এতে যে ভাল একটা মৌলবি পাওয়া যায়?

রমে। মৌলবি কি মশায়? এতে এক্‌টা তালিমী ইংরাজী মাষ্টার পাওয়া যায়। (হবি-বলের প্রতি) এখন যা রয় তাই বল?

হবি। মুই তিনপুরুষে নকর, মোর যাতে প্যাট চলে তাই দেবেন।

বাবু। ভাল, আমি বাবু এক টাকা মনে মনে কচ্ছিলেম, তা তুমি বুড়ো মানুষ, দেড় টাকা পাবে।

হবি। জেরা বেড়িয়ে দেন।

রমে। অধিক হয়েচে, আবার কি?

হবি। (হস্তাঞ্জলি করিয়া) হুজুর! জেরা বেড়িয়ে দিন্।

বাবু। ভাল, তেল কাট ও দেড়টাকা পাবে।

হবি। মুই কবুল কোল্লেম, ল্যাকেন্ কোন্ ওয়াক্ত সবক্ দিতে হবে?

বাবু। সকালে, সন্ধ্যা, দুপর ব্যালাও

পারত এস। (মতির প্রতি) দেখ মতি! কিছু দিন মনোযোগ দিয়ে পার্সিটা শেখ। বোধ করি অল্প দিনে শিখ্‌তে পারবে?

মতি। যে আজ্ঞে, তবে আজ অবধি পোড়তে আরম্ভ করি।

বাবু। (রমেশের প্রতি) দেখেচো, মতির কি পড়াশুনায় চাড়? একদিনও ফাঁক্ দিতে চায় না।

রমে। মশায়! ও ছেলের এক গুণই আ-লাদা? এখন বাঁচাই মূল?

বাবু। আমিও ঐ ভাবি, এস, ব্যালা হোলো, এখন উপরে যাই। (হবির প্রতি) মুন্সি চল্লেম, ভাল কোরে পড়িও।

হবি। মুকে আর দোস্‌রা বাৎ বোল্‌তে হবে না। (স্বগত) মোর তো বড় মুস্কিল মালুম হোচ্চে? তেনা বড়া আদমি, ল্যাকেন্ যে মেইনে তাতেতো মোর প্যাটের জ্বালা দফা হবে না, ভাল, চান্দ্‌রোজ দেখি; বুরা মালুম হয়, মুই পেলিয়ে যাব। (মতির প্রতি) হিঁয়া এই-সে, এই কেতাব টো পেকড়াও, মুই বেৎলিয়ে দি।

মতি। (স্বগত) বাবা! ব্যাটার দাড়ী দেখ, আবার কথা কবার সময় দাড়ি নেড়ে চোক দুটো রাঙ্গা কোরে উঠে, এ পাপের হাত থেকে কেমন কোরে এড়াই। আবার এ এক দায়, মাঝে২ একটা২ যেন গেরো এসে জুট্‌চে? আমার কাছে পার্‌বে না? ব্যাটা যখন চোক বুজ্‌বে, অমনি কোল্‌কে থেকে একখানা জ্বলন্ত টিকে ওর দাড়িতে ফেলে দিব। তা হলে বেস মজা হবে?

হবি। পড়, কা-ক্ গা-ফ‍ং আয়েন গায়েন।

মতি। (দণ্ডায়মান ও গমন্মুখে) আমি জল্ খেয়ে আসি।

হবি। জল্‌দি এস্‌বে।

মতি। আচ্ছা, (স্বগত) থাক্। ব্যাটা তুই বোসে?

(মতির প্রস্থান)

হবি। (স্বগত) ওয়াক্ত ঠেওরেতে পেরিনি, ঢের মালুম দিচ্চে। লেড়কা টা পেল্টে এলে মুই যাব, আর ঠের্‌তে পেরিনি, লেড়কাটা মালুম হোচ্চে বড় বেত্‌মিজ্, এস্‌চি বোলে বহুত দের কোচ্চে, সেরেফ বোসে দেক্ লাগে, একটা

কেতাব পড়ি, (মসনবিরের বয়েত পাঠ) "এ হোস্নো জোয়ানি, আর এস্ পার এগাম্, সেতাম হ্যায়, সেতাম হ্যায়, সেতাম হ্যায়, সেতাম"।

(মতি ও বলরামের আস্তেং প্রবেশ)

মতি। (বলায়ের প্রতি) বলাই! টীকেটা আমার হাতে দেও, এই বেলা ব্যাটা কি পোড়্চে। তুই একটু আস্তেং আয়, শব্দ করিসনে।

বলা। (টিকে দিয়া) তুই ভাই একটু শীঘ্র এগিয়ে যা, তা নাহলে ব্যাটা এখনি এদিক ও দিক চাবে।

মতি। (মুন্সির দাড়িতে টিকে ফেলিয়া নৃত্য)

হবি। (দাঁড়িয়ে ওঠে দাড়ি ঝাড়ন) তোবা! তোবা!!

মতি। বলাই দ্যাখ্, ব্যাটা কি রকম কোচ্চে? (পুনর্ব্বার ফিরে মুন্সির প্রতি) কেমন রে ব্যাটা শোর খেগো নেড়ে, আর আয়েন গায়েন পড়াতে আস্বি?

হবি। তোবা! তোবা!! এসমাফিক্ বদজাৎ আওর বেত্মিজ্ লেড়্কা কবি দেখানেই? এস্

কামসে মুলুক্‌মে চাস কর্‌না আচ্ছি হ্যায়, এম্‌ জেগে আনাবি হারাম্‌ হ্যায়; তোবা! তোবা! তোবা!!! (শীঘ্র প্রস্থান)।

মতি। আ! বাচ্‌লেম্‌! ব্যাটার রকম দেখে গা জ্বোলে গেছ্‌লো, একে বুড়ো, তাতে বদজাৎ রাম! রাম!!

বলা। বেস পরামর্শ টা ঠাওরেছিলে ভাই? এ না হলে ব্যাটা কখনই যেতো না? কিছু বোল্‌লে কর্ত্তাকে বোলে আস্‌তো, এ এখন ব্যাটা দাড়ির জ্বালায় কিছু কাল ঘোল খাক্‌ তবে আবারতো মুখ দেখাবে?

মতি। আমি আর এখন এখানে বোসবো না? মার কাছে যাই, কি জানি? ব্যাটা যদি বাবার কাছে লাগিয়ে থাকে, তা হলে তিনি এখনি এসে মুক কোর্ব্বেন। মার কাছে থাক্‌লে কিছুত বলবার যো নাই? মা অম্‌নি বোলবেন্‌ "বেস কোরেচে" "খুব কোরেচে"। অম্‌নি বাবার মুখ চুন।

বলা। মিছে না! এই ব্যালা আমিও সরি।

(মতি ও বলায়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

(বাবুরাম বাবুর বাটীর দ্বার)

(বাবুরাম বাবু ও রমেশ দণ্ডায়মান।)

বাবু। দেখ রমেশ? আমি শুন্‌লেম, মতি নাকি মুন্সির দাড়িতে আগুন ফেলে দিয়েছিল? কিন্তু একথা কোন ক্রমেই আমার বিশ্বাস হয় না?

রমে। যদি চক্ষে দেখি, তবুও বিশ্বাস হয় না, কারণ, মতিতো তেমন ছেলে নয়?

বাবু। আরে, সে ব্যাটা জেতে নেড়ে তা কত ভাল হবে? সে শোর খেগো ব্যাটার আর এসে কাজ নাই। মতি যা হোক এক রকম্ তো শিখেচে, আর সময় নষ্ট না কোরে এখন ইংরাজী পড়ান যাক্; কিন্তু এ বিষয়ের পরামর্শ কাহার সঙ্গেই বা করি; আমারতো বিদ্যা বারানশী বাবুর মতন, কেবল সরকার (Come Speak not) (কম স্পিক নট) এখানকারও অনেক২ লোকের আমারই মতন বিদ্যা।

রমে। মশায় ! ও কথা আর বোল্‌বেন্ না? এমন একজন এখানে আছে যে একটা জায়েন ধাঁধা গত আওড়াতে পারে? সবই দেখ্‌চি আমার মতন, কেবল শ দরের কথা শেখা, আর “লেটার রাইটার” দুই এক লাইন আওড়ানা।

বাবু। ভাল, আমাদের বেণী বাবু এ বিষয়ে পরামর্শী বটেন, বেশ মনে পড়েচে! কিন্তু আর দেরি করা উচিত নয়? আমি তবে এক জন পাইক ও হোরেকে নিয়ে তাঁর কাছে যাই।

রমে। এ বেস যুক্তি, আপনি ত্বরায় যান।

বাবু। (নেপথ্যাভিমুখে) ওরে হোরে!

হরি। (নেপথ্য হইতে) আজ্ঞে।

(হরির প্রবেশ)

বাবু। (হরির প্রতি) শিগ্‌গির এক খানা দু চার পয়সার মধ্যে পান্সী কোরে আয়, বালী যেতে হবে? বুঝলি?

হরি। যে আজ্ঞে।

(হরির প্রস্থান)

বাবু। দেখ আবার অবেলায় পান্সী পেলে হয়? আমার আর এক তিল বিলম্ব কোত্তে ইচ্ছে

কোচ্চে না। হোরে ব্যাটার আবার ভিতর বার আছে, আমি চোল্লেম, আজই বেণী বাবুকে বোলে কোয়ে আসি, কালই মতিকে পাঠিয়ে দিব।

রমেশ। যে আজ্ঞে।—তবে আমিও এখন আসি।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বেণী বাবুর বৈটকখানা।)

(বেণী বাবু আসীন।)

বেণী। (স্বগত) আ! এ আবার এক দায়? উপরোধ এড়ান যায় না? বিশেষতঃ বাবুরাম যে কোরে দুটো হাতে ধোরে কাল বোলে গ্যাচে, তাতে আর কোন মতে এড়ান যায় না?

(মতিলালের প্রবেশ)

মতি। (প্রনাম করিয়া) মশায়! বাবা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

বেণী। এস বাবা! হাঁ কাল তোমার বাবা বোলে গ্যাচেন, তা আজ এখানে থাক, কাল তোমাকে কলিকাতায় নেগে স্কুলে ভর্ত্তি কোরে দেবো।

মতি। যে আজ্ঞে, ততক্ষণ গাঁটা একবার দেখে আসি?

বেণী। আচ্ছা বাবা!

(মতির প্রস্থান)

বেণী। (স্বগত) ছেলেটী দেখ্‌চি বড় চঞ্চল, আস্‌তে না আস্‌তেই অম্‌নি গাঁ দেখ্‌তে গ্যালো।

(নেপথ্য হইতে)

স্ত্রী। কেরয়া ছোঁড়া ঢিল মাচ্চে? দ্যাখ্‌ দিদি আমার ভরন্ত জলের কল্‌সিটে ভেঙ্গে দিলে। আ! মুখে আগুণ! আবার দাঁত বার কোরে হাস্‌চে, ওমা দ্যাখ্‌! আবার লাফ দিয়ে চালে চালে বেড়াচ্চে।

(দুই জন গ্রাম্যের প্রবেশ)

প্রথম। (বেণী বাবুর প্রতি) মশায় গো? বদ্দিবাটীর জমীদারের ছেলে আর গ্রাম রাখ্‌লেনা? এক বেলা এসে তোল্‌পাড় কোরে তুলেচে। মেয়ে ছেলেদের জল নিয়ে যাওয়া দুস্কর হয়ে উট্‌লো। রাস্তা দিয়ে লোক যাওয়া দায়; এই দেখুন আমাদেরই পীটে ইট মেরেচে।

বেণী। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বগত) ছেলেটা তো ভারি ব্যাদড়া দেখ্‌চি? এতো আবার এক দায়ে পোড়লেম্, কোথাকার গেরো কোথা এসে উপস্থিত হোলো। (প্রকাশ্যে) মহাশয়! আজকের দিনটে আমাকে মাপ করুন্, কাল সকালে আমি উহাকে লয়ে যাব। আর গ্রামস্থ যাঁদের যা ক্ষতি কোরেচে তা আমি রামাকে দিয়ে এখনি পাটিয়ে দিচ্চি।

দ্বিতীয়। মহাশয় তা আর কিছু দিতে হবে না?

বেণী। এমন কথা, আমি এইখান থেকে বোসে বোসেও বিস্তর শুনেচি, ছেলেটা এক কালে বোয়ে গ্যাছে।

দ্বিতীয়। তাইতো মশায়! এমন ছেলেতো কখন দেখিনে, এখন আস্‌চি মশায়।

(গ্রাম্যদ্বয়ের প্রস্থান)

বেণী। (স্বগত) এ ছেলের আবার বিদ্যা হবে? বাবুরাম বাবুর গেরো! একেতো দেখ্‌চি কলিকাতায় রাখ্‌লে দুদিনেই তয়ের হয়ে উট্‌বে, যা হোক্ আমি বেচারাম বাবুর কাছেতো কাল রেখে আসি।

(মতি নেপথ্য হইতে গাইতে গাইতে)

গীত।

গাঁজা তোমারো মহিমা বল কে জানে।

(মতির প্রবেশ)

মতি। মশায়! গ্রামটা বড় মন্দ নয়?

বেণী। (স্বগত) বাবা! ছেলের কথা শুনলে চক্ষুস্থির হয়? রাগ করা হবেনা, ভাল কোরে কথা কওয়া যাক, আর একটা রাত্রি বৈত নয়? (প্রকাশ্যে) হাঁ, বাবা! গ্রামটা খুব বড়।

মতি। স্বদু বড় নয়? আবার গোচ মাফিক।

বেণী। গোচ মাফিক কি বাবু?

মতি। বলি, বদ্দিবাটীর মতন নয়, এখানে স্থানে স্থানে অনেক শকের ইয়ারের দল আছে।

বেণী। হাঁ, (স্বগত) কি আপদ! (প্রকাশ্যে) এক্ষণে বাটীর ভিতর চলো, আহারের সময় হয়েচে।

মতি। আপনি অগ্রে যান, আমি যাচ্চি।

বেণী। আচ্ছা।

(বেণী বাবুর প্রস্থান)

মতি। ওরে রামা না শামা! (স্বগত) আঃ! মনেই পড়েনা। ওরে ব্যাটা! এক ছিলিম তামাক্ দে, তোকে কি বার বার ডাক্‌তে হবে?

(রামার কলিকে হস্তে প্রবেশ ও কলিকা প্রদান)

মতি। দ্যাখ্, শোবার ঘরে পোটাক্ তামাক্ আর টিকে হুঁকা রেখে আসিস্।

রামা। (স্বগত) বাবুর তো দিনের মধ্যে এক পয়সার তামাক এসে, তাও সব ওঠে না। ওর তরে এখন পোটাক্ তামাক্ কোথা পাই।

মতি। (তামাক্ টানিতে টানিতে) মর ব্যাটা! কথার যে উত্তর কচ্চিশ নে? তুই এমন বেআদব কেন? এখনি টের পাইয়ে দিতে পারি?

রামা। (স্বগত) বাবা! মানে মানে সরি, মনিব তো কখন গায়ে হাত তোলেন্‌নি। ছেলে-তো দেখ্‌চি বড় ভাল নয়? সহজেই মেরে বো-স্‌বে। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে, বাবুর কাছে পয়সা নিয়ে তামাক্ কিনে রাখিগে।

মতি। যা ব্যাটা যেখানে পাস কিনে রাখিস্, একটু কড়া গোচ।

রামা। যে আজ্ঞে।

(রামার প্রস্থান)

মতি। (স্বগত) যাই, আবার বেণী বাবু রাগ কর্ব্বেন।

(মতি বাবুর প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বেচারাম বাবুর বৈটক্‌খানা।)

(বেচারাম বাবু আসীন।)

(বেণী বাবু ও মতিলালের প্রবেশ।)

বেচা। (বেণী বাবুকে দেখিয়া খোনা রবে) বেণী ভায়া যে! কও খপর কি?

বেণী। অপর এমন কিছু খপর নাই, মতি এখানে থেকে স্কুলে পোড়্‌বে, কেবল শনিবারে শনিবারে এক একবার বাড়ী যাবে।

বেচা। তার আটক কি? আমার তো ছেলে পুলে কিছু নাই, কেবল দুটি ভাগ্‌নে আছে, মতি সচ্ছন্দে থাকুক, আর মতি তো আমার পর নয়?

মতি। (খোনা সুর শুনিয়া খিল্ খিল্ কোরে হাসিতে হাসিতে বেণী বাবুর প্রতি) মশায় !—

বেণী। (চোক টিপিয়া) মতি! কেমন এ-খানে তোমার থাকাতো মত ?

বেচা। আরে ভায়া! ছেলেটা দেখ্‌চি বড় ব্যাদড়া, বোধ করি ভারি আতুরে।

বেণী। মশায়! বয়েস্ কম, পড়া শোনা কোল্লে সব সুদ্‌রে যাবে, লেখাপড়া না শিখ্‌লে সহজেই একটু অসভ্য হয়। এখন আমাকে বিদায় দিন, মতিকে স্কুলে ভর্ত্তি কোরে দিগে।

বেচা। অম্‌নি যাবে হ্যা, একটা পান্ টান্ কিছু খেল্লে ভাল হয় না ?

বেণী। মশায়! এ তো আমার ঘর, এখানে চেয়ে খেতে হয়, আপনাকে বোল্‌তে হবে কেন ? এখন আসি।

বেচা। তবে আর কি বোল্‌বো ভাই ?

(বেণী বাবু ও মতিলালের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

(পাঠ্যালয়।)

(হলধর গদাধর আসীন)

হল। গদাই! আর শুনেচিস্? মতি বোলে একটী ছেলে এসেচে, সে আজ অব্দি এখানে থাক্‌বে, বেস হয়েচে।

গদা। সে যদি আমাদের দলে মেসে, তবেই বেস?

হল। আরে সে যখন মামার কথা শুনে খিল্ খিল্ কোরে হেসে উট্‌লো, তখনি জেনেছি যে সে আমাদেরই এক জন।

গদা। তবে তাকে ডেকে আননা।

হল। আচ্ছা তুই ততক্ষণ এক ছিলিম তয়ের কর্, আগুণ চড়াসনে।

গদা। শিগ্‌গির আসিস্।

(হলধরের প্রস্থান)

গদা। (গাঁজা তয়ের করিতে করিতে স্বগত) বেস হোল্লো, দুটি ছিলেম তিনটী হলেম, এখন

ভারি রগড় হবে। তবে গাঁজাটায় তার হাতে খড়ী হয়েচে কি না তা বোল্‌তে পারিনে? তাও যদি না হয়ে থাকে আজ আর বাকি থাক্‌বেনা। আমাদের এ স্থলের কেমন গুণ! (ক্ষণেক পরে) আরে মর! ভারি দেরি কোত্তে লাগ্‌লো? টিপ হাতে কোরে কি বোসে থাক্‌তে পায়া যায়? আগুণ চড়াই, না হয় ফের এক ছিলিম তয়ের কর্‌া যাবে। (কলিকাতে আগুণ তুলিয়া দম মারণ ও ধুঁয়া ছেড়ে) বড় তর বোনে গ্যাছে, সকালে হলা ফিঁকে কোরে ফেলে ছিল।

(মতিলাল ও হলধরের প্রবেশ)

হল। দাদা! এই নাও।

গদা। (হুঁকা লুক্কায়ণ)।

হল। লুকাও আর কেন! এ আমাদেরই দলের এক জন।

গদা। (মতির প্রতি) কি হে এতে আছ কি?

মতি। বড় হোলে আছি, এইটী কোরে নাই বাবা?, ভারি মাথা ধরে।

গদা। সে তো হাতেখড়ির পরের লেখা-পড়া। এখন এক এক টান টেনে নাও।

(মতির হস্তে হুকা প্রদান)

মতি। (দম মেরে হলধরের হস্তে প্রদান করিয়া) বাবা! বড় ঠিক হয়েচে। এটা ভাই বেড়ে জিনিশ, টান্‌লেই নেসা, তাই ত্বরিতানন্দ বলে, আর পয়সাও কম লাগে, এক ছিলিম সাজ লেই তিন চার জনের বেস আমোদ হয়।

গদা। তেমন তয়েরি কোত্তে পাল্লে বটে;

মতি। গদাই বাবু যা কোরেচে খুব ভাল, কার বাপের সাধ্য শিগ্‌গির পোড়ায়।

(পুনর্ব্বার এক এক টান টানন)

মতি। আচ্ছা ভাই! তোমরা কেও গাইতে পারনা?

গদা। হলা দাদা বেস পারে, আমাকে একটু একটু বাজাতে এসে।

মতি। তবে একটা রকমারি গোচ লাগাও না?

হল। বীট্‌ টেনে সে আমোদ হয় না, একটু রকমারি হলেই গাওনা বাজনায় মজা হয়?

মতি। মিছে না? তারই একটা যোগাড় কর না?

গদা। আজ ভাই টাকা নাই।

মতি। খাতা করনি? সময় অসময়ের তরে সেটা যে খুব আবশ্যক।

হল। গদা দাদা! তুই ভাই চট কোরে আমার চাদরখানা শুড়ির দোকানে দিয়ে এক বোতল বাঁকের খাটি নিয়ে আয়, কাল দাম দেওয়া যাবে।

(চাদর প্রদান)

মতি। তবে আর কি? গদাই বাবু; যাও ভাই। আমি কি সঙ্গে যাব?

গদা। না তোমাকে আর যেতে হবেনা? আমিই যাচ্ছি?

মতি। না হে, দোকানটা চিনে থাকা ভাল, অবর সবর তো যেতে হবে?

গদা। সে আজ থাক্, আমি চল্লেম এখন।

(গদাধরের প্রস্থান)

মতি। (বাঁয়া লইয়া) ততক্ষণ একটা গাওনা ভাই?

হল। (গীত) মতিলালের (সঙ্গত)।

রাগিণী——ঝিঝিটখাম্বাজ।

তাল—আড়া খেম্‌টা।

সুরা সাবাসি তোমাকে।
তুমি ঢুকলে পেটে, সকল দুঃখ মেটে,
পুত্রশোক মনে নাহি থাকে॥
ভিটে মাটী বেচে তোমার্ সেবা করে,
পাখির মতন কেহ উড়তে গিয়ে মরে,
কেহ খানায়্ পড়ে, কেহ ঝোলায়্ চড়ে,
হত্যাকাণ্ড কত তোমার পাকে।
ওগো সুরাদেবি একি তোমার বল,
তোমার ঝোঁকে লোকে কি না করে বল,
যকৃত উদরে কত রোগে ধরে,
তবু দেখি তোমায়্ লয়ে থাকে॥

মতি। হা হা হা! (ক্ষণেক পরে) কোন্ ব্যাটা পুঁইশাক খেগোর এইটে গীত। মাংস পেটে পোড়্‌লে কি মদের চেয়ে আর জিনিশ আছে? মদ খেলে এসব হোলে আর ডাক্‌তার্‌রা খেতো না? এক জন ডাক্‌তরকে আমি দেকেচি প্রেশ-ক্রিপশান লেখবার সময় কলমের উল্‌ট দিক দোয়াতে দিচ্চে।

হল। হাঁ! আমিও ওটা শুনেচি বটে।

(গদাধরের বেতালে গীত গাইতেং বোতল সহ প্রবেশ)

গীত।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল জৎ।

মামার বাড়ী বলিহারি, যত রঙ্গের ম্যালারে।
কে কোরেচে মদের সৃষ্টি তারে বলি ভ্যালারে॥

গদা। বাজাও না হে?

মতি। তালে পাচ্চিনে যে।

গদা। বেতালে তো পাচ্চো; তাই বাজাওনা? তাল বেতাল দুটো কথাইতো বলে।

মতি। আচ্ছা গাও।

গীত।

মামার বাড়ী বলিহারি, যত রঙ্গের ম্যালারে।
কে কোরেচে মদের সৃষ্টি তারে বলি ভ্যালারে॥
চল যাইরে তাহার কাছে, এমন মজা আর কি আছে,
তানা নানা নানা নানা, আম্‌রা তাহার চ্যালারে॥

মতি। হোলোতো? এখন এদিক্ চালাও।

গদা। এই! যা চোলে! গেলাশ্ যে নাই। হল! ঐ খুরিখানা লওনা। "মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ"।

মতি। তা বৈকি? আর খুরিই যদি না থাক্‌তো তাহোলেই কি কাজ আট্‌কাতো? আমরা বোতলে চুমুক দিয়ে কত এক্কা মেরে দিয়েচি।

গদা। র! তুমি যে বাবা এক্‌কালে থ কোরে দিলে?

হল। ও সব কথা এখন রেখে দাও, এদিক চালাও।

মতি। শুভস্য শীঘ্রং।

(খুরিতে মদ্য ঢালিয়ে গদাধরের হস্তে প্রদান)

গদা। গুড হেল্‌।

মতি। "হেল" মানে নরক, গুড্‌হেল্‌থ বল!

গদা। কে ভাই অত শিখ্‌তে গ্যাচে, শুনে শেখা বৈত নয়? গুডহেলই হোক্, আর গু ঢা-ল্‌ই হোক এখন তবে নেয়া যাক্।

(সুরাপান)

মতী।
হল। } (সুরাপান)

মতি। মাল্‌টা বেস।

হনা। গলা জ্বোলে গ্যালো, কিছু চাটের যোগাড় দেখ বাবা?

মতি। মিছে না, গদা দাদা! তুমি ভাই একবার যাও।

হলা। খালি পেটে ভারি নেশা হয়েচে, পা যে চলেনা, যাই কি কোরে। দাঁড়াও ভাই? জামার পকেটে বোধ করি সে দিনের কটা চিনের বাদাম আছে! (জামা হইতে চিনের বাদাম বাহির করিয়া সুরাপান ও চিনের বাদাম খাওন)।

মতি। ওহে নেশা টা বেড়ে গোলাপি গোচ হয়েচে।

হল। আমার ভারি হয়েচে।

মতি। এখন কি করা যায়। বাবা, মদের উপর ভারি চটা, এক কর্ম্ম করা যাক্ আজ, কাল অনেকেই বই লিক্‌চে, আমিও ড্রিঙ্কিংয়ের বিরুদ্ধে একখানা বই লিখি, বাবা তাহলে ভারি খুসি হবেন, এসময়ে মনটাও খুব খুলে গ্যাচে, নেশা হলে কলম্‌টা খুব চলে। আর কোন্ সময়! কাগজ কলম্ আর এক পাত্র রজ্জু দাওতো ভাই?

গদা। মাথা মুণ্ড আর কি লিখ্‌বে, আমরা যে নিজে একাজ কচ্চি।

মতি। তা কল্লেমই বা? এরকম অনেকেই কোচ্চে।

গদা। আজ কাল অনেকেরই এই দশা হয়েচে, এদিকে ঢুকু২ কোরে মদ খাবেন্, ও দিকে মদের বিপরীতে বই লিখ্‌বেন্, কেবল ভণ্ডামির ব্যাপার বৈতো নয়? তাতে তোমার তো বিদ্যা ভারি!

মতি। আরে, বিদ্যা থাক্ আর নাই থাক, বকা বাবুর ঠেঁয়ে স্দুরে নেবো, আর তোরাও তো পাঁচ জন আছিস্।

গদা। সে ব্যাট্যারো তো বিদ্যা ভারি, কেবল স্কুলে ঘুমোয়, যেমন ছাত্র তার তেম্‌নি মাষ্টর, আর পাগ্‌লামী তে কাজ নাই।

মতি। এই কোরেই লেখক হয়ে অনেকে নাম বার কোরেচে, তা আমি বা ফাঁক্ যাই কেন?

হল। আরে, ও সব কথা এখন চুলোয় যাক্, চল, হাত কতক প্রেমারা খেলে আসা যাক্, যদি কিছু পটে, কাল শনিবার আছে, দিব্বি মজা-আচ্ছা হবে।

মতি। চলনা তবে? আমি খুব ভাল খে-লতে পারি।

গদা। আমরাই কি কম নাকি?

হল। চল তবে সিদ্ধুদের বাড়ী যাওয়া যাক্, আজ সেখানে সব যুটেচে।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(অন্তঃপুর।)

(গৃহিনী মোক্ষদা ও প্রমদা আসীনা।)

(বাবুরাম বাবুর প্রবেশ)

বাবু। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! ক্যামন্ কোরেই বা বলি? বোল্‌তে তো হবে? শুনে পর্য্যন্ত আমাতে আর আমি নাই (চিন্তা).।

গৃ। কি ভাব্‌চো? এমন ভাব কেন?

বাবু। আর কি বোল্‌বো? সর্ব্বনাশ উপস্থিত! মতি কোথায় লেখা পড়া শিখে হেতায় ভালয়২ ফিরে আস্‌বে-না তার এই কপালে ছিল? আমার কপাল্‌টা বড় মন্দ।

গৃ। কি বোল্লে? মতি তো প্রাণে বেচে আছে? শিগ্‌গির কোরে বল! আমার বুকের ভেতর যে ধড়্‌ফড় কোচ্চে!

বাবু। ভাল আছে, কলিকাতা হোতে প্রেমনারাণ এসে বোল্লে যে কাল তাকে পুলিষে বেঁধে নিয়ে কয়েদ কোরে রেখেচে।

গৃ। কেন? মতি কি কোরে ছিল? এখন উপায় কি বল? তুমি আমার যথা সর্ব্বস্ব দিয়ে মতিকে নিয়ে এস? (ক্রন্দন করিতে২) মতি! তুমি তোমার জননিকে ফেলেকোথা রয়েচো বাপ! এই কি তোমার কলিকাতার স্কুলে পড়্বার ফল হোলো?

মোক্ষদা। (চোকের জল মুছাইতে) মা! চুপ্ করো? কেঁদোনা, স্থির হও, বাবা কলিকাতায় গিয়ে কালই মতিকে আন্‌বেন।

গৃ। (স্বামির প্রতি ক্রন্দন করিতে২) তুমি আজই কলিকাতায় গিয়ে যেকোন রকমে পার মতিকে শিগ্‌গির খালাস কোরে আন? তা না হোলে আমি আর বাঁচ্‌বো না?

বাবু। আজ আর বেলা নাই, আমি কাল সকালেই ঠক চাচাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে গিয়ে যেমন কোরে পারি মতিকে তোমার কাছে এনে দেবো।

প্রমদা। (বাবুরামের প্রতি) বাবা! দাদা কি কোরেছিল?

বাবু। শুন্‌লেম প্রেমারা খেলায় ধরা পোড়েচে, তাই বেঁধে নে গ্যাচে (গৃহিণির প্রতি) আচ্ছা, সে টাকা কোথা পেলে, তুমি কি তাকে টাকা দিতে?

গৃ। মাঝে২ নিতো বৈ কি? যাদু যখন কাছে এসে চাঁদমুখ নেড়ে২ বোল্‌তো "মা আমি খাবার খাবো, বই কিনবো, টাকা দাও" আহা! তখন আমার যে কত আহ্লাদ হোতো তাই টাকা দিতেম। আহা! বাছা ক দিন আর এসে নি! তুমি আমার মাথা খাও, তারে কালিই নিয়ে এসো, আহা! বাছাকে কত পুলি-সের লোকেরা মেরেছে, যাদু আমার কতো মা মা কোরে কেঁদেচে (মুখে বস্ত্র দিয়া ক্রন্দন)।

বাবু। স্থির হও আমি কাল যাবো, কেঁদে আর অমঙ্গল কোরো না (স্বগত) আমার বুক ফেটে২ উট্‌চে তা আর কি বোল্‌বো? (মোক্ষ-দার প্রতি) মোক্ষদা ওঁকে এখান থেকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও মা?

মোক্ষদা। (গৃহিণির প্রতি) মা! ও ঘরে চলো? বাবা কালই মতিকে আন্‌বেন এখন, তার আর ভাবনা কি? এমন তো কত লোককে বেঁধে নে গ্যাছে আবার তো তারা ঘরে ফিরে এসেচে।

গৃ। বাছা! মতি যতক্ষণ বাড়িতে না আস্‌চে আমার ক্ষিদে তেষ্টা কিছু মাত্র নাই; তোমারা খাও দাও গে? রাত্তির হোলো।

প্রমদা। (গৃহিনির প্রতি) তুমি চল মা? তুমি না গেলে আমরা যাবো না?

গৃ। হে মা শুবোচনি! সুরাহা দাও, বামুণকে শিব.স্বস্তেন, মদুসূদন নাম জপ কোরতে, আর তুলসী দিতে বলিগে (উঠিতে২) উঠবার কি আর শক্তি আছে?

(প্রমদা ও মোক্ষদা দুই পাশে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান)

বাবু। আমার গেরো? কেনই.বা মতিকে কলিকাতায় পাটিয়েছিলাম? যাহোক এবার এলে আর পাঠাবোনা, আমার ছেলে হোয়ে তার কপালে কি এই ছেলো? হায়! হায়!! হায়!!! (দীর্ঘ নিশ্বাস) কাল সকাল হোলেই

তো যাবো, ঠিক চাচা বোলেছে তো, যে অনায়াসেই খালাস কোয়ে আনবো, পাঁচটা মিছে সাক্ষীও জুটাতে পারবে কিন্তু বেণীবাবু এতে বড় গা দিবেন না। যাহা হউক কাল তো কলিকাতায় যাই, শুনলাম বেচারাম নাকি আমার মতির উপর বড় ব্যাজার, কেবল দেখ্‌চি তারই ভাগনে হুটোর সঙ্গে জুটে মতির এই দশা হোলো যাই আবার গিন্নিকে থামাই গে, তিনি তো দেখচি পাগলিনী হোয়েচেন; হায়! (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

(বাবুরাম বাবুর প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

(অন্তঃপুর।)

(মোক্ষদা ও প্রমদা আসীনা)

প্রম। দ্যাখ দিদি? মা দিন রাত কেবল কাঁদচেন, একপলা জল মুখে দ্যান নি, কেঁদে২ চোকের দুটী পাতা ফুলে গ্যাছে।

মোক্ষ। বলিস কি ভাই? মায়ের প্রাণ, আহা! বল দেখি আমাদেরি মন কি হোচ্চে? তবুতো মতি এক দিনও ভাল কোরে কথা কয়নি, এখানে এলেই কেবল দূর, ছাই কোরতো, সে যাহোক ভাই, এখন শীঘ্র ফিরে এলে বাঁচি। (ক্ষণেক পরে চুলে হস্ত দিয়া) তোর চুল গুলো এখন শুকোয়নি? আয় নেড়ে দি। (চুল নাড়িতে২) প্রমদা তোর রকম শকম দেখে দেখে হাড় ভাজা ভাজা হোলো, মাতায় একটু তেল দিস নি? ভিজে মাথা যেন সপ্ সপ্ কোচ্চে। আর অতো ভাবিস বা ক্যানো? ভেবে ভেবে যে আদখানা হোয়ে গেলি?

প্রম। দিদি আমার যা হোয়েচে তা আমিই জানি, ভাতার কেমন তা জানিনে বল্লেই হোলো? একবার টাকার দরকার হোতে সেই যে হাত মুচ্ড়ে বালা গাচটা নিয়ে গ্যালো, তখন কি আমার কম বিয়ারাম, আর হাতেই কি কম লেগেছেলো, এককালে ভিরমি গেছ্লেম, ভাগ্গি মা এসে মুখে জল দিলেন, তাইতো চেতন হোলো? তার ব্যাভার মনে হোলে আর

কি মুক দেখ্‌তে ইচ্ছে করে? এমন ভাতার থাকায় না থাকায় সমান? (ক্রন্দন)।

গীত।

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল আদ্ধা।

বড় আশা ছিল মনে, চিরদিন রব সুখে।
বিধি কি নিদয় দিদি, জন্মাবধি মরি দুঃখে॥
অনুতাপে অনুক্ষণ, দহে তনু পোড়ে মন,
প্রতিকুল প্রাণ ধন, না দেখেন প্রীতি মুখে।
কত বার ভাবি মনে, ত্যজি জীবন জীবনে,
ভাসি নয়ন জীবনে, কি ফল বল এ দুঃখে॥

মোক্ষ। নে! পাগলের মত কথা বলিস নে? ও কথা কি বোল্‌তে আছে? স্বামী, মোন্দ হোক্‌ ছোন্দ হোক্‌ মেয়ে মানুষের এয়ত্‌ থাকা ভাল; কথায় বলে "ভাতার্‌ যদি না চায়্‌ কোন দুঃখ নাই তাতে। মোত্তে যেন পারি ভাই নোয়া রেখে হাতে" ভাতার না থাকায় মেয়ে মানুষের কি কম দুঃখ? আমার এই কি দশা বল্‌ দেখি? (ক্রন্দন)

প্রম। দিদি! আমরা কাঁদবার জন্যে জম্মে ছিলাম, তোমারও যেমন কপাল আমারো

তেম্নি, ভাগ্যে একটু লেখা পড়া শিখে ছিলেম, তাইতে অন্য মনে কাল কাটাই, ভাব্লে আর জ্ঞান থাকে না, বিধাতা আমাদের কপালেও কি এতো দুঃখ লিখেছিলেন।

গীত।

রাগিণী বারোঁয়া। তাল ঠুংরি।

দুঃখ এত কি সহে। সতত মন দহে॥
ওরে নিদারুণ বিধি, এই কি তোমার বিধি,
বধিবে কি অধীনিরে, বল বিরহে।
করিনে আশা জীবনে, বিধি রে বধ জীবনে,
মর্ম্ম কথা জেন মনে, ধর্ম্ম রে রহে॥

মোক্ষ। আমিও পাঁচটা ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়ে ভুলে থাকি বলেই রক্ষে? ভাব্তে গেলেই পাগল্ হোতে হয়। তা দ্যাখ ভাই? আমাদের কপাল গুণে ভাইও তেম্নি হোয়েছে? কখন ভুলে একটা ভাল কথা কয় না?

(রামমণি দাসির প্রবেশ)

প্রম। (রামমণির প্রতি) রামমণি! বাবা আর দাদা কি ফিরে এসেছেন?

রাম। না গো, মা ঠাকুরুণ বড় কাঁদচেন তোমরা একবার শিগ্‌গির এসো।

(রামমণির প্রস্থান)

প্রম। দিদি! তবে চল, মা কাঁদচেন।

মোক্ষ। চল ভাই (দীর্ঘ নিশ্বাস) পা আর উটে না।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

—:※:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(কলিকাতার রাস্তা।)

(বেচারাম বাবু, ঠকচাচা, বেণী বাবু, বাবুরাম বাবু ও রমেশ দণ্ডায়মান।)

ঠক। (হাসিতে২ বেণী বাবুর প্রতি) কেমন গো বেণীবাবু তেনা বড় বলেছিলেন যে জিত হবে না? একি ল্যাড়্কার হাতের মোয়া?

বেণী। (স্বগত) আশ্চর্য্য! সহজেই অধর্ম্মেরিই জয় হোলো (প্রকাশ্যে) তাইতো।

বেচা। (ঠকের প্রতি) দূঁর দূঁর, এমন অধর্ম্ম কোর্‌তে ও চাইনা আর এমন মকদ্দমা জিত্তেও চাইনা? দূঁর, দূঁর। (বেণীবাবুর হস্তধারণপূর্ব্বক বিরক্তভাবে প্রস্থান)।

বাবু। (ঠকের প্রতি) দেখ! সাহেবের কি সূক্ষ্ম বিচার।

ঠক। ল্যাকেন মুই না থেক্‌লে ঐ খানে বট্‌লার সাহেব মেটি হোতেন, ভেগ্‌গি এজেহার কোল্লাম যে অমুক রোজে অমুক ওয়াক্তে মুই মতিকে পার্সির তালিম দিচ্ছিলাম আর সাহেব বি বহুত সওয়াল ও জেরা করিয়া এরাদা কল্লেন, যে মোর বাতের উল্‌টি পেল্‌টি হবে; ল্যাকেন মুই কাঁচা লেড়্‌কা নয়?

বাবু। দেখ রমেশ! চাচা আজ না থাক্‌লে নিশ্চয় হার হোতো, আমি রকম সকম দেখে কাঁদো কাঁদো মুখে দাঁড়ালেম্, যদি সাহেবের দেখে দয়া হয়, কিন্তু সাহেব অতি ভাল, বাঃ! বেস বিচার কোরেচে, বড় খুসি আছি। এখন কালীঘাটে মার পুজা দিয়ে শিগ্‌গির বাড়ী যাওয়া যাক্, গৃহিণীকে যে রকম দেখে এসেচি, বোধ করি আহার নিদ্রা ত্যাগ কোরে পথ চেয়ে পড়ে আছেন।

রমে। মশায়! তবে অগ্রেই বাড়ী চলুন,

সেখান থেকে পূজা পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। এই পথ দিয়ে আসুন (পথ প্রদর্শন)।

বাবু। (বিরক্ত হইয়া) না হে না? ও পথে যাওয়া হবে না? আস্‌বার সময়ে ছেলে গুলোর রকম সকম কি মনে নাই? কি বজ্জাত! আমি বুড়ো মানুষ আমার সঙ্গে ব্যাটারা ঠাট্টা করে, দৌড়ে মাস্তে যেতে যখন কাদায় পোড়ে গেলেম, ব্যাটারা হাততালি দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে নাচ্‌তে লাগ্‌লো, আমাকে এককালে পাগল বানিয়ে দিলে? ভারি ব্যাদ্‌ড়া!

ঠক। বাবু! মুই যে গোসা হোয়ে ছিলাম তা জাহের কোর্‌তে পারি না কি বোল্‌বো। দেল্‌টার বড় সেকস্ত ছিল, এ সবাবে কিছু নেগা করিনে, তা নাহোলে এঁচড়ে কেম্‌ড়ে তাদের কল্‌জা বের কোর্‌তেম; বড়া পাজি ল্যাড়্‌কা?

মতি। (ঈষৎ হাস্য করিয়া আস্তে আস্তে রমেশের প্রতি) কোথায় হে? কারা হে? এই পাড়ার ছেলেরা না কি? বাবা কি পোড়ে গেছ্‌লেন?

রমে। (বিরক্ত হইয়া মতির প্রতি আস্তে২) আঃ! তোমার ও কথায় কাজ কি?

বাবু। (রমেশের প্রতি) কি হে? মতি কি বলে?

রমে। আজ্ঞে ও কিছু না, মতি বাবু শীগ্গির বাড়ী যেতে চান, তাই বোল্‌চি, রসো ঘাটে যাই, নৌকো করি।

বাবু। আহা! হবে না! ছেলে কি না? মাকেতো অনেক দিন দেখেনি, মনটা বড়ই অ-স্থির হোয়েচে। মতি আমার তো তেমন ছেলে নয়? কেবল ঐ পাঁচ ব্যাটা পড়ে এই কাণ্ড কোরেচে, (মতির প্রতি) রসো বাবা? এই ঘাটের কাছে এসেছি আর দেরি নাই (রমেশের প্রতি). ওহে রমেশ! তুমি এগিয়ে যেয়ে একখানা নৌকা করগে?

রমে। যে আজ্ঞে, আপনারা তবে এখানে একটু দাঁড়ান।

বাবু। আচ্ছা।

(রমেশের প্রস্থান।)

ঠক। তোবা! তোবা! আজ কি আপদ মোদের নসিবে ছ্যালো?

বাবু। হাঁ, দুর্গা! দুর্গা! যে কোরে উদ্ধার হওয়া গ্যাছে তা আর কি বোল্‌বো (ঠকের প্রতি) তুমি সাক্ষাৎ ভীষ্মদেব! ওহে চাচা? আজ্‌কে বৃষ্টি হবে না বোধ হোচ্চে?

ঠক। আব্‌ তাক্‌ত তো কিছু মালুম হোচ্চে না, পিছু ক্যয়া হয় মোর খেয়ালে এস্‌চেনা।

(রমেশের প্রবেশ)

রমে। (বাবুর প্রতি) মশায় নৌকা হো-য়েচে।

বাবু। (ঠকের প্রতি). চাচা! চল তবে, (মতির প্রতি) এসো বাবা।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

(রাস্তারধারে ঘরের গবাক্ষ)

(গৃহিণী আসীনা)

গৃ। (স্বগত) উঃ সন্ধ্যে হোলো! এখনো আস্‌-চে না কেন? আবার যে আকাশ ঘোর কোরে

এলো, কি সর্ব্বনাশ হোলো তা আর বোলতে পারিনে। (ক্ষণেক পরে) ঠাকুর কি এমন দিন কোর্ব্বেন, মতিকে ঘরে এনে দেবেন।

(নেপথ্যে দূর হইতে শারী গীত গাইতে২ আগমন)

গীত।

কালা নাগরালি কি তোমার।
বনে এসে কি দুর্দ্দশা কোল্লে অবলার॥
হুড়ুর হো হো হো।

গৃ। বোধ করি একখানি নৌকো আস্চে।

(নেপথ্যে নাট্যশালার দ্বারে)

আরে হো। এই কি তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম, কি বলিব আর।
মর্ম্মে ব্যথা দিলে ছি ছি, যত গোপীকার।
হুড়ুর হো হো হো॥

(গাইতে গাইতে পুনঃ প্রস্থান)

আরে হো। রাখালি যে করে ধারে, প্রেমের কিসে ধার।
জেনে গরল খেয়েচি হে, চারা নাই তার।
হুড়ুর হো হো হো।

গৃ। (ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া) উঃ! ক্রমে ক্রমে যে আকাশ ঘোর কোরে এলো! নিশ্চয় দেখ্চি যে নৌকো মারা গ্যাচে। হা অদেষ্ট! আমি এ-

মন কি মহৎ পাপিয়সী যে একেবারে স্বামি পুত্র বিহীনা হোলেম! হায়! আমার কপালে কি এত দুঃখ ছেলো। হায়! হায়! এত যে বামুণেরা তুল্সী দিচ্চে? হোম কোচ্চে? স্বস্তেন কোচ্চে? জপ কোচ্চে? সকলেই কি মিছে হোলো? (ক্রন্দন) রে দারুণ বিধি! এই কি তোর মনে ছেলো? মতি! কি কোর্লি বল দেখি বাবা? ছেলে হোয়ে একি তোর কর্ত্তব্য কর্ম্ম হোলো? আমি যে একেবারে জন্মের তরে গেলাম, পতি পুত্রের শোক কি কোরে সহ্য কোর্বো? হা বিধাতঃ! এর চেয়ে আমায় পথের কাঙালিনী কোল্লে না কেন? আমি যে মতিকে নিয়ে দোরে দোরে ভিক্ষে কোরে খেতাম (উচ্চরবে ক্রন্দন) বাবা মতি! একবার এসো বাপ! হায়! হায়! (মুখে বস্ত্র দিয়া রোদন)

(মোক্ষদা ও প্রমদার দ্রুতবেগে প্রবেশ)

মোক্ষ! মা! কেঁদে অমঙ্গল কোচ্চো কেন? হয় তো আজ আস্তে পারেনি, কাল আস্বেন (চক্ষের জল বস্ত্রের দ্বারা মুছাইয়া) মা! স্থির হও।

প্রম। মা! তোমার কান্না দেখে আমাদের মন বড়ই অস্থির হোচ্চে? মা! স্থির হও।

(রামমণি দাসির ক্রতাবগে প্রবেশ)

প্রম। (রামমণির প্রতি) কি রে রামমণি? অতো তাড়াতাড়ি কোরে যে বড় আস্‌চিস্‌! বাবা কি এলেন?

রাম। আর কি বোল্‌বো?

গৃ। কি বল্‌না? আর চুপ কোরে রইলি কেন? আমি বুজ্‌তে পেরেচি, আমার কপাল ভেঙ্গেচে।

রাম। (ক্রন্দন করিতে২) এক জন জেলে এসে বাইরে বোল্লে, যে কাল একখানা নৌকো মারা গ্যাচে, শুনে তার আমাতে আমি নাই, আমার প্রাণ যে কেমন কোচ্চে তা আর কি বোল্‌বো? "মতি" যে আমার বুকের একখানা হাড়, আমি কতো কোরে মতিকে বুকে পিটে কোরে মানুষ কোরেচি, মতি এই কি তার ফল দিলে? হায়২! বাবা মতি! তোর মনে কি এই ছেলো?

মোক্ষ। (রামমণির প্রতি) তুই একবার ভাল কোরে জিজ্ঞাসা কোরে আয়?

রাম। জিজ্ঞাসা কোরেচি? ফের যাই।

(রামমণির প্রস্থান)

গৃ। (ক্রন্দন করিতে২) ঠাকুর! এই কি আমার কপালে ছেলো? আমি কি অপরাধ কোরেচি, যে এককালে আমায় অকুলে ভাসালে হায়! হায়! কি হোলো! পতিপুত্র আমার কোথায় রইলো, আমি যে এক দণ্ড মতির মুক না দেখ্‌লে থাক্‌তে পার্‌তেম না, এখন কেমন কোরে মতি হারা হোয়ে বেঁচে থাকি? এখন আমার মরণ হোলে যে ভাল হয় (ক্ষণেক পরে) মতি! তোর মনে কি এই ছেলো? তোকে যে কতোকোরে মানুষ কোরেচি? তোর কতো কথাই আমার মনে হোচ্চে! তুমি কেমন কোরে একেবারে মায়া কাটিয়ে চোলে গেলে বাবা! হায়! হায়! আর আমার এ জীবনে কাজ নাই? আর আমার বেঁচে থাকায় কাজ নাই? প্রাণ! তুমি আমার শরীর থেকে বেরিয়ে যাও? আর আমায় কষ্ট দিও না। (অজ্ঞানবাস্থা)

প্রম। দিদি একি ? মা এমন হোয়ে পোড়লেন কেন ?

মোক্ষ। দেখ্‌চিস কি একটু জল আন্না।

(প্রমদার প্রস্থান)

মোক্ষ। মা-মা ?

গৃ। (নীরব)

(প্রমদার প্রবেশ)

মোক্ষ। হায় ! হায় ! কি সর্ব্বনাশ হোলো ?

মোক্ষ। প্রমদা ! মার মুকে একটু জল দে দেখি ?

প্রম। (জল প্রদান) মা ?

(হরি চাকরের পত্র সহ প্রবেশ)

প্রম। (হরির প্রতি) হরি ! কার চিটি র‍্যা ?

হরি। তা বোল্‌তে পারিনি, দেখুন ?

প্রম। দেখি ? (পত্র লইয়া শিরনাম দেখিয়া মোক্ষদার প্রতি) দিদি ? বাবার হাতের লেখা ?

মোক্ষ। (গৃহিণির প্রতি) মা ! ওটো বাবা চিটি লিখেচেন।

গৃ। (চেতন প্রাপ্তে প্রমদার প্রতি) মতি তো আমার ভাল আচে ?

প্রম। এখনও খুলিনে, এ আপনার না-মের চিটি।

গৃ। পড়োনা মা? খুলে পড়ো? হে ঠাকুর! যেন ভাল খপর হয়।

প্রম। (পত্র খুলিয়া স্বগত পাঠ করিয়া) মা চিন্তা কি? সব ভালো, এই শোনো (উচ্চ রবে লিপি পাঠ)।

"স্বস্তি সকল-মঙ্গলালয় শ্রীবাবুরাম শর্ম্মণ; পরে ঠক চাচার নানামত ফন্দিতে মতিলালকে খোলসা করিয়াছি। কাল্‌কের ঝড়ে আমাদের নৌকা ভাসাইয়া বাঁশবেড়িয়াতে ফেলিয়াছে। বাঁচিবার ভরসা ছিল না। ঈশ্বর রক্ষা করিয়া-ছেন। ভাবিত হইও না, শীঘ্র যাইতেছি ইতি ৯ চৈত্র"।

মোক্ষ। (প্রমদার প্রতি) প্রমদা! বাহিরে অতো গোল কিসের?

(সাবি দাসির সত্বরে প্রবেশ)

সাবি। মা কোথায় গো! বাবু এসেচেন।

গৃ। (সাবির প্রতি) হ্যাঁরে! মতি তো এসেচে?

সাবি। বাবা, দাদাবাবু, ঠক চাচা সকলেই

এসেচেন, তোমাকে বোল্‌তে এসেছেলেম, আমি চল্লেম।

(সাবির প্রস্থান)

প্রম। আঃ বাঁচলেম!

(বাবুরাম বাবু ও মতির নেপথ্যে প্রবেশ)

বাবু। (নেপথ্য হইতে বলিতে বলিতে) গিন্নি কোথায়?

(বাবুরাম বাবু ও মতির প্রবেশ)

বাবু। (গৃহিণির প্রতি) এই নাও তোমার মতি।

গৃ। (দণ্ডায়মান হইয়া) কৈ? (মতির প্রতি) মতি! এসো বাবা, তোমাকে যে দেখ্‌বো এ আর আমার মনে ছেলো না? আর তোমার কোল্‌কাতায় পড়া শোনায় কাজ নি? মেঘ কোরে যখন ঝড় উট্‌লো তখন আর আমাতে আমি ছিলেম না, তার পর কে এক জন জেলে এসে বোল্‌লে এক খানা নৌকো মারা গ্যাচে, শুনে, আমার আর জ্ঞান ছেলো না। ভগবান যে মুকতুলে চাইলেন তাই রক্ষে হোলো (মতির গায়ে হস্ত বুলাইয়া) মতি! কেন বাবা জোয়া খেলেছিলে?

মতি। আমি কি ও সব খেল্‌তে জানি? গদা আমাকে দেখ্‌তে ডেকে নেগে এই বিপদে ফেলেছিল।

বাবু। বিপদ বোলে বিপদ! যে কোরে মতিকে খালাস কোরে এনেচি তা আর কি বোল্‌বো? কেবল পাঁচ ব্যাটা মেলে এই কাজ কোল্লে হৈতো না?

গৃ। আমিও তাই ভেবে ছিলুম; মতি আমার তেমন ছেলে নয়?

প্রম। (মতির প্রতি) ভাই সে যা হোক্, এখন তুমি ও সব কুসঙ্গ পরিত্যাগ কর, দ্যাখ দেখি, লোকালয়ে একি একটা কম অখ্যাতি হোলো?

মতি। আমিতো খেলিনে? আমার অ-খ্যাতি কি?

প্রম। খেলই আর না খেলই ভাই একি কম দুর্নাম? যেমন হোক্ বাবার মান সম্ভ্রম আছে, তুমি কিনা কয়েদ খেটে এলে?

মতি। (প্রমদার প্রতি)আমলো! তোর কি?

খুব কোরেচি, কয়েদ খেটেচি ? তোর কি খাই না পারি ? চুপ কোরে থাক্ ?

প্রম। (মোক্ষদার প্রতি) শুন্‌লে দিদি ?

মোক্ষ। ওতো জানাই আছে ?

বাবু। প্রমদা ! দুঃখ কোরোনা মা ? মতি-কে তোমরা কিছু এখন খাওয়াও গে ? আমি একবার বাহিরে যাই, বট্‌লর সাহেবের বাঞ্ছা-রাম বাবু বিল নিয়ে বোসে আছে তাকে টাকা দিগে ?

গৃ। (বাবু রামের প্রতি) বট্‌লর সাহেব কে গা ?

বাবু। সেই তো উকিল, যে কোরে মতিকে খালাস কোরে দিলে তা আর কি বল্‌বো ? এখন যাই তাকে টাকা দিগে ?

(বাবু রামের প্রস্থান)

গৃ। (মতির গাত্রে হস্ত বুলাইয়া) মোক্ষদা ! দ্যাখ, মতি আমার আদখানি হোয়ে গ্যাচে।

মতি। (স্বগত) মনে কোরে ছিলেম মা কত বোক্‌বেন, যা হোক্ সে সব কিছু আর হোলো

না। এখন তামাক্ টামাক্ খাওয়া যাক্‌গে (প্রকাশ্যে) মা! বাইরে থেকে একবার আসি?

(মতির প্রস্থান)

মোক্ষ। (গৃহিণির প্রতি) মা! রামলাল এক্-লা শুয়ে আছে, চল আমরা ও ঘরে যাই।

গৃহ। চল মা।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(অন্তঃপুর।)

(বাবুরাম বাবু ও গৃহিণী আসীন)।

গৃ। দ্যাখো, ক দিন ধোরে তোমায় বোল্‌বো২ মনে কোর্‌চি? মতির আর কিন্তু বিয়ে না দিলেই নয়? আবার সেই গদা, হলা সব এসে যুটেচে, সে দিন যে কাণ্ড কোরে ছেলো; অল্পে অল্পে কেটে গ্যালো তাই রক্ষে।

বাবু। কেন! কি হোয়ে ছেলো?

গৃ। আর আমার মাতা হোয়ে ছেলো, সে সব চেপে রাখাই ভালো? এখন বলি কি যে কটা সম্বন্ধ এসেচে তার মধ্যে মণিরামপুরের মাধব বাবুর মেয়েই আমার মত, বেস পাঁচ খানা দেবে, জামাইকে নিয়ে সাদ আহ্লাদ কোর্‌বে; আর, রামহরি বাবুর মেয়ে ভাল হোলে হবে কি,

তাতে আমার আদবে মত নাই, তার হাঁসের পরিবার, মেয়েকে পাঁচ খানা দেবেও না আর কুটুম্বেতেও সুখ নাই? মাগি যেম্নি খর্‌খরে তেম্নি কুঁদুলে। মাধব বাবুর মেয়ের সঙ্গেই মতির বিয়ে দাও?

বাবু। দ্যাখো, চাচারো ঐ মত, কিন্তু আর পাঁচ জনার কারো কারো অন্যন্তরে মত হোচ্চে, কেও কেও অল্প বয়েসে বিয়ে দিতেই নিষেধ কোচ্চে।

গৃ। ওমা! ও কথা আর বলোনা এর পরে কি দোজবরের মতন বিয়ে কোত্তে যাবে? ছি! ছি! ছি! পাড়ার পাঁচ জনা মেয়েতে কি বোল্‌বে? অম্নিতেই সে দিন গোলাপ বোলে পাটিয়েচে যে মতিকে আর কত দিন আইবুড়ো রাখ্‌বে? ছি! ভাল, কারো ওখানে মত নাই?

বাবু। কেবল বেণী বাবু আর বেচারাম বাবুর এখন বিয়ে দিতে মত নাই, যদি হয়তো, ওখানে নয়? বাঞ্ছারাম ও রমেশের মাধব বাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় ভারি ইচ্ছে।

গৃ। রাম! রাম! কুঁচুলের মেয়ে এনে ঘর ঢোকালে আর কি রক্ষে থাক্‌বে? একে মতি আমার আতুরে, নূতন বউটি হোলে সেও আমার আছুরে হবে, তাতে ভাল মেয়ে না হোলে কি রক্ষে আছে? যদি রামহরি বাবুর মেয়ে হয়, তবে দেখ্‌চি আমাকে দুপায়ে থেঁত্‌লাবে? তখন আমার বল্‌বার কিছু যো থাক্‌বে না? লোকে বোল্‌বে যে আপ্‌নি দেখে শুনে কোরেচে। আমার কথা শোন, ও কাজ কোরোনা, কোরোনা? যাতে মাধব বাবুর মেয়ের সঙ্গে ১০ই, বিয়ে হয় তাই করগে? নৈলে পুরুত বোলেচে, এ বচরে আর দিন নাই, তার পর অকাল পোড়্‌বে। এখনও তো সাত আট দিন আছে, গহনাতো কিছু গড়াতে হবে না, সকলই আছে? তবে কি জান? চাকর চাক্‌রাণিদের রং করা কাপড় আর বালা দিতে হবে, আর গায়ে হলুদ, আইবুড়ো ভাতটিতে খুব ঘটা কোত্তে হবে? কিন্তু এ দুদিনেই মেয়ে যগ্‌গি চাই? আর কেবল যে বিয়ের দিনে টুং টুং কোরে বাজ্‌না বাজাবে, তা হবে না? পাঁচ দিন থাকতে

নবোত বাজ্‌বে, আর বিয়ের দিনে ইংরাজী বাজনা আর খুব আলো কোরে বর নে যাবে ? এই আ-মার সাধ, দেখো এর যেন কোন অন্যথা না হয় ?

বাবু। (চিন্তা করিয়া) আমারও মত আছে, আর যে সব বোল্‌লে তাতে কিছু আট্‌কাবে না ? তবে একবার সবাইকে জিজ্ঞাসা কোরে যা ভাল হবে তাই কোর্‌বো।

গৃ। এ কোত্তেই হবে ? তা না হোলে আমি এখানে থাকবো না, আমি বোল্‌চি, আর তো-মারও মত আছে, তবে আবার পাঁচ জনায় জিজ্ঞেসা করা কেন ? তাদের এককালে নেমতন্ন কোল্লেই হবে ?

বাবু। পাঁচ জনাকে একবার জিজ্ঞাসা করা ভাল, কথায় বলে "দশে মেলি করি কাজ ; হারি জিতি নাহি লাজ"।

গৃ। তোমার যা ইচ্ছে হয় তাই কোরো, আমি আর কিছুতেই নাই, আমি পাঁচ জন পাড়ার মেয়ের কাছে মুখ দেখাতে পারিনি ? আমার কথা যেন কথাই নয়, ওঁর অমুক বাবু,

ভুষুক বাবুর মতই বড় হোলো। (মস্তক হেট করিয়া মান)।

বাবু। (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) তার আর রাগ কি? তোমার কথাই থাক্‌বে? বাহিরে যে সব কথা হবে, সে সব কেবল ভাসা কথা, তোমার কথাই কথা, আমি চোল্লেম, সব ঠিক করি গে? (কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া স্বগত) এ দেখ্‌চি না কোল্লে গিন্নির আর রাগ থাকবে না, বাপরে রাগানো হবে না একে রাগী; আবার একটা কাণ্ড কোরে বোস্‌বে; যাই, সব উদ্যোগ করিগে; কিন্তু অনেক গুলো টাকার ফর্দ্দ দিয়েচে, এই-টাই কিছু ঠক্‌ঠকি; একটা টাকা খরচ কোল্লে আমার যেন এক খানা বুকের হাড় খোসে যায়।

(দুইজনার দুইদিকে প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

(বৈঠকখানা)

(মতিলাল, গদাধর, ও হলধর আসীন)

মতি। দ্যাখ্‌ গদা? সে দিন মা না এসে পোড়লে মেয়েটাকে ঘরের ভেতোরে টেনে

আন্‌তুম ? বোধ হয় মাকে কে বোলে এসে-ছেলো ?

গদা। না ভাই, বেটী যে চেঁচালে তাই শুনে তিনি বেরিয়ে এলেন।

হল। ভাই! আজ পথে যে সেই কালী মাগী গাল দিচ্ছেলো, আমি অমনি মুখ গুঁজে চোলে এলেম, তোরা তার ঘরে যেয়ে মোশারি পোড়ালি, আর মুক খেলুম আমি ? বেস !

গদা। আরে সে মুক নয় ? সে মধু, এই তো সবে সন্ধে, অমন কত শত মুক খেতে হবে, তা না হোলে কি মজা আছে ?

মতি। আমার ও গা সওয়া হোয়ে গ্যাচে, দ্যাখ, আজ উপোস কোরে আচি, কেবল দুটো সন্দেশ খেতে দিয়েচে ?. দেখ্‌বো ভাই আজ রাত্তিরে মজা কোরতে ? আমি আজ আর কিছু কোর্‌তে পারবো না, চুপ কোরে থাক্‌তে হবে, কথায় বলে "বর নয় চোর" তা আজকের রাত্তিরটা বৈতো না ?

হল। ভাই ? আজ কে কে যাবে ? ঐ নেড়ে ব্যাটা যাবে কি ?

মতি। আগুতে, ও যে এখন বাবার মুন্সী, একবার বুড়ো ব্যাটা চোক বুজলে হয়? তা হোলে ওর মুন্সীগিরি ঘুরিয়ে দিয়ে মনের সাদে বাবুয়ানা করি।

গদা। এমন দিন কি তোমার হবে? মন্ত্রী কাকে বলে তখন তোমায় দেখিয়ে দেবো? সে সব কথা যাক? আজ জন কতককে ভালো কোরে টুইয়ে দিয়ে ঐ নেড়ে ব্যাটাকে জব্দ কোত্তে হবে?

মতি। আঃ: তার আর কথা আছে?

(হরি চাকরের প্রবেশ)

হরি। (মতির প্রতি) বাবু ডাক্‌চেন, সময় হোয়েচে, কাপড় পোর্‌তে আসুন?

মতি। চল্ যাই। (গদাধর ও হলধরের প্রতি) ওহে তোমরাও কাপড় পোরে এসো?

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বাবুরাম বাবু, ঠকচাচা ও রমেশ আসীন)

বাবু। ব্যাটারা বড় বজ্জাৎ, কি গেরো হ্যা! এমন বিয়েতো কখন দেখিনি? এ সম্বন্ধ কেনই বা কোরে ছিলুম? লাটি খেতে খেতে প্রাণ গিয়েচে, যে কোরে পালিয়ে এসেচি তা আর কি বোলবো? (রমেশের প্রতি) হ্যাঁ হে? তোমার কিছু হয়নি বটে? সে গোলে তোমায় যে ডেকে ছিলুম তা খুঁজেই পেলুম না, সবাই যে য্যাম্‌নে চোলে এলে, আমায় একলা পেয়ে আচ্ছা নাকালই কোরেচে? কি ঝক-মারি কাজই কোরেচি।

রমে। মশায়! আমার বড় মন্দ হয় নি, অর্দ্ধচন্দ্র খেয়ে২ যেন গলাফুলো পায়রা হয়েচি।

বাবু। সবার চেয়ে চাচার কিছু বেশি হয়েচে, (চাচার প্রতি) কেমন হ্যা?

ঠক। বাবুর সাদির বাত ইয়াদ কোত্তে গেলে কলিজাটা জোলে উটে, মোর মোচ দাড়ি যে বেএজ্জৎ হোয়েচে তাহে মুই আর আদমির

কিস্‌মতে নাই; এতনা বাজ্জাতি ও হারামজ্জাদ্‌কি কদি দেখা নেই? তোবা! তোবা!!

বাবু। যাহা হউক, মতির কি কিছু হয়েচে? ভাল, তারে একবার ডেকে জিজ্ঞেসা করা যাক! (নেপথ্যাভিমুখে) ওরে হোরে?

(নেপথ্যে রসো মশায় বেদ্‌নার জ্বালায় নোড়্‌তে পারিনি, আবার তার উপর ডাক, কথায় বলে "কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে" ডাকুক গে)।

বাবু। (বিরক্ত হইয়া) হোরে, হোরে শিগ্‌গির আয়?

(নেপথ্যে) যাচ্চি মশায়।

(হরির প্রবেশ)

বাবু। ব্যাটা, এক ডাকে আস্‌তে পারিস না। কেবল খাবার সময় এক ডাক আর কাজের ব্যালা দশ ডাক?

হরি। আর খাওনায় কাজ নাই, যা বিয়েতে পেয়েচি তাই কিছু দিন আগে ভোগ করি, এই দেখুন না (পৃষ্ঠ প্রদর্শন)।

বাবু। আচ্ছা২, ওসব কথা শুন্তে চাই না মতি বাবুকে একবার ডেকে দে?

হরি। যে আজ্ঞে (স্বগত বলিতে২ প্রস্থান) তা ওর ব্যামো শুন্‌বেন ক্যানো, নিজেরো যে ঐ দশা।

বাবু। (ঠক চাচার প্রতি) দ্যাখ? মতির তো এখন এক রকম স্থিতি ভিতি হোলো, এখন রাম কোনমতে মানুষ হোলে বাঁচি? শুনতে পাচ্চি যে তার নাকি বিগড়ে যাবার লক্ষণ হোচ্চে, বটে হ্যা?

ঠক। তেনার বাত আর বোল্‌বেন না? ভালা মরহুম বাবুর নজদিগে পেটিয়েচেন? আচ্ছি এলেম হোচ্চে ওরোজ মোকে যে সব বাত কোল্লে তা আর কি বোল্‌বো? তেনার হাতে জমিদারি পোড়্‌লে যে থাকে এ মোর মালুম হয় না—হেন্দুর লেড়কা! হেন্দুর মাফিক পাল পার্ব্বন করা মোনাসেব আর দুনিয়াদারি কোরতে ভালা বুরা দুই চাই—দুনিয়া সাচ্চা নয় মুই একা সাচ্চা হোয়ে কি কোরবো?

বাবু। তাইতো হ্যা? মতি যাহোক হিন্দু আছে, এ যে অন্য রকম হোলো, বিষয়াদি

দেখ্‌চি কিছুই রাখ্‌তে পার্‌বে না, এর কি উ-পায় করা যায় বলো দেখি?

ঠক। এ কামের ফিকির আছে, মুই ফি-কির ছাড়া কবি চলি না? বরদা বাবু সব বদের জড়—ওনাকে তফাৎ কোল্লে লেড়কা আচ্ছি হবে।

বাবু। তাকে সরাবার উপায় কি?

ঠক। থোড়া রোপেয়া খরচ কোল্লে মুই ওকে তফাৎ করি।

বাবু। ভাল টাকা যত লাগে তা আমি দেবো? (রমেশের প্রতি) কি হে তুমি যে চুপ কোরে রইলে?

রমে। আজ্ঞে না, চুপ কোরে নেই? ভাব্‌চি যে কি রকমে চাচা তাকে তফাৎ কো-রবেন?

ঠক। আরে এক গোমখুনির মাম্‌লা উ-ঠিয়ে এমনি তদ্বির কোরবো যে তেনার আক্কেল গুড়ুম করিয়ে মজা মালুম করাবো।

রমে। বেস পরামর্শ, চাচা মনে কোল্লে ও ঠিক কোরে দেবে, কিন্তু দেখ সাবধান?

ঠক। মোর জন্যে নেগাবানি কোত্তে হবে না? মুই লড়াই কোত্তে সুরু কোল্লে একেবারে মেস্‌মার কোরে দেবো।

(মতির প্রবেশ)

মতি। (বাবুরাম বাবু প্রতি) আমায় কি ডেকেচেন?

বাবু। দ্যাখো, তোমায় কি মেরেছিলো হ্যা?

মতি। আজ্ঞে না, কেবল বাড়ির ভিতর যাবার সময় হঠাৎ ঘা কতক লাটি পিটে পোড়েছেলো, আমি আর তা আমলে আনেনাম না জানি যে "মাচ ধোরতে গেলেই গায়ে কাদা লাগে"।

বাবু। তাই জিজ্ঞাসা কোরবো বোলে ডেকেছিলাম, (রমেশের প্রতি) বাড়ির ভিতর যাওয়া যাক, মোক্ষদা কেমন আছে, দেখি গে? কাল রাত অবদি তো বড় বাড়াবাড়ি হোয়েচে, (মতির প্রতি) দ্যাখ, যদি কেহ আসে তো বোলো যে এখন আমার সঙ্গে দেখা হবে না, বাড়িতে বড় ব্যায়রাম।

(বাবুরাম বাবুর প্রস্থান)

ঠক। (রমেশের প্রতি) চলো, মোরা বি যাই?

রমে। চলো।

মতি। (রমেশের প্রতি) দ্যাখো হলধর, গদাধর নিচে আছে অমনি ডেকে দিওতো?

রমে। আচ্ছা।

(রমেশ ও ঠকচাচার প্রস্থান)

মতি। (স্বগত) বাবা আজ আর বাইরে আসবেন না? রুগির কাছে গিয়ে বোস্‌লেন, বিধবা গুলো যত শিগ্‌গির যায় ততই ভাল, তাকে আবার ওষুদ খাওয়ানা ক্যানরে বাবু, ও কথা চুলয় থাক? আজ একটা ভারি মজা কোত্তে হবে?

(হলধর, গদাধর ও দোলগোবিন্দের প্রবেশ)

এই যে? আরে এসো!

হল। (মতির প্রতি) আর আস্‌বো কি? আসবার দফা ঘুচিয়ে দিয়েচে?

মতি। কে হ্যা?

হল। তোমার ভাই শালা রামা? আর কে?

মতি। ক্যান? তার এত মাতা ব্যাতা কি?

গদা। আরে দুর্দ্দশার কথা বোলবো কি? তিনি যেমন নিজে ভাল হোয়েচেন, তেমনি আমাদের তাড়িয়ে দিয়ে তোমায় বরাবাবুর কাছে নিয়ে যাবার যোগাড় কোচ্চেন।

মতি। বরাবাবুর কাছে আমায় যেতে হবে?

হল। হাঁ, যাও? তা হলে তোমার ভাল হবে, দুদিনেই রামার মতন হবে?

মতি। আরে ছি! সেটা বেহেদ্ হোয়ে গ্যাচে? দিন কতক বাদে দেখ্‌চি মাতায় জল ঢাল্‌তে হবে।

দোল। তা হোলে তো তোমারি ভাল? পাগলে আর তো বাপের বিষয় পায় না?

গদা। মিছে না ওটা কাজের বার হোয়ে গ্যালো।

মতি। আরে ও সব কথা থাক, আজ একটা নূতন মজা কোর্‌তে হবে?

হল। আমিও একটা ঠাওরে এসেচি।

মতি। কি বলো দেখি।

হল। (দোলগোবিন্দের প্রতি) দ্যাখ ভাই তুই এই পাড়ালেপ খানা মুড়ি দিয়ে রুগির মতন শুয়ে থাক, (মতি ও গধদারের প্রতি) তোরা সব ভাবিত হোয়ে বসে থাক্, আমি ব্রজনাথ কবিরাজকে ডেকে নে আসি, প্রথমেই তোরা ভাই কেউ যেন হাসিস্ নে?

মতি। বেস! বেড়ে মজা হবে, তুই ভাই তবে যা, আমি সব ঠিক কোরে রাক্‌চি?

হল। আচ্ছা তবে আমি যাই, শিগ্‌গির সব ঠিক কোরে রাখো, আমি এলুম বোলে?

(হলধরের প্রস্থান)

মতি। (দোল গোবিন্দের প্রতি) তুই ভাই এই লেপ খানা মুড়ি দিয়ে ঠিক যেন বিকারে রুগির মতন শো, কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে চিঁ—চিঁ কোরে উত্তর দিস্; শেষে ব্যাটার কোব্‌রেজকে শোয়াবো।

দোল। আচ্ছা (লেপ মুড়ি দিয়া শয়ন)।

গদা। (মতির প্রতি) ওহে তোমায় একটা নূতন খপর দি, বলাই এখন আর আমাদের সঙ্গে

বেড়ায় না, তিনি এখন ধার্ম্মিক হোয়েচেন, সে দিন ঘাটে দেখা হোতে কথা কইলেন না।

মতি। বাঃ সেও দেখ্‌চি রামার দলে গ্যাচে? ব্যাটার গেরো! এখন ও কথা থাক, গদা দাদা তুই ভাই দোলের মাতার গোড়ায় বসে একটু২ জল ওর মুখে দে।

গদা। রসো, তবে জল আনি।

মতি। আচ্ছা।

(গদাধরের প্রস্থান)

দোল। আজ ব্যাটার কোব্‌রেজকে টের পাওয়াবো।

মতি। তা আর বোল্‌তে?

(গদাধরেরর জল লইয়া প্রবেশ)

গদা। তবে আমি বসি (দোলগোবিন্দের মস্তকের নিকট উপবেশন)।

(নেপথ্যে আরে মশায় করেন কি? পা চালিয়ে আসুন না? ঘোর বিপদ যে!)

মতি। ঐআসচে? আর কথায় কাজ নাই, দ্যাখ গদা যা বোল্‌বি চেঁচিয়ে বলিস, সে ব্যাটা বদ্ধ কালা।

(ব্রজনাথ কবিরাজ ও হলধরের প্রবেশ)

মতি। (কবিরাজের প্রতি) বড় বিপদ ম-শায়! কাল সারা রাত ছট্ ফট্ কোরেচে, ভারি গাত্র দাহ, কেবল দিন রাত জল দাও জল দাও কোচ্চে, আপনি নাড়িটা একবার দেখুন দিকি?

ব্রজ। আমি একটু স্থির হই, যে তাড়া-তাড়ি কোরে এসেচি? বুড়ো মানুষ—(ক্ষণেক পরে নাড়ি নিরীক্ষণ) রসো শব্দ কোরো না—উঃ তাইতো তোমরা এতক্ষণ আমায় ডাকতে পা-রোনি? এখন যে দেখচি ঘোর বিকার! এখন যে দেখচি ঔষুদের অসাধ্য।

দোল। জল দাও? জল দাও? (হস্ত বিস্তারণ করণ)।

মতি। মশায় এখন কি করা যায়।

ব্রজ। আর কি কোর্ব্বেন, দেখ্‌চি উল্বণ হোয়েচে।

দোল। (ক্রমেং কবিরাজের নিকট গড়িয়া যাওন)।

গদা। এ গুলো কি।

ব্রজ। ক্রমে দেখ্‌চি উল্বণ বৃদ্ধি হোচ্চে, এ আরাম করা আমার সাধ্য নয়!

দোল। (ক্রমেং গড়িয়া যাইয়া তৈলের বোতল ধারণ) আমার মাতায় তেল মাকিয়ে দাও (আপনি বোতল হইতে তৈল লইয়া মস্তকে সেবন)।

ব্রজ। ক্রমেই বৃদ্ধি হোচ্চে আর একে এখানে রাখা উচিত নয়? স্থানান্তর করা বিধেয়, যাহাতে উহার পরকাল ভাল হয় তাই করো?

দোল। (ধড় মড়িয়ে উঠিয়া কবিরাজের স্কন্ধে উঠিল)।

ব্রজ। ধর, ধর দেখ্‌চো কি, ক্রমেই মোন্দ হোচ্চে (বল পূর্ব্বক মুক্ত হইয়া) কি আপদ! (গমনোদ্যত)।

দোল। ধর? ধর? ব্যাটাকে এই বিচানায় শোয়াও, ব্যাটা আমায় গঙ্গা যাত্রা কোর্ত্তে বলে (কবিরাজের প্রতি) দ্যাখ এখন কে কাকে গঙ্গা যাত্রা করে? দে ব্যাটা তোর ওষুদের ডিবে দে? (ডিবে গ্রহণ)।

ব্রজ। (ভীত হইয়া) বাবু সব নিয়েচো তো, এখন ছেড়ে দাও একটা রুগিকে দেখতে যেতে হবে, কাল তাকে বার কোরেচে।

দোল। রোস্ ব্যাটা ? তোকে আগুতে বার করি ? শো ব্যাটা (বল পূর্ব্বক কবিরাজকে শুয়াইয়া) ধরহে ধর ?

মতি। গদা, ধর না হে ?

ব্রজ। এ বুড়ো মানুষের সঙ্গে কেন ? ছেড়ে দাও বাবু ?

দোল। ব্যাটা ঘাটে চল তবে ছাড়বো ?

হল। ধর২, ব্যাটা বড় ভারি।

গদা। আরে, মড়া গুলো সব ভারি, বিশেষ বুড়ো মড়া এখন চল তবে।

মতি। চল।

ব্রজ। অমঙ্গল ক্যান কর বাপু।

দোল। চল ব্যাটা ঘাটে (কবিরাজকে স্কন্ধে লইয়া সকলের প্রস্থান)।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বৈটকখানা)

(বাবুরাম বাবু, ঠকচাচা, রমেশ ও বাঞ্ছারাম আসীন)

বাবু। আর সংসারে সুখ নাই, ছোট ছেলেটা কাজের বার হোয়ে গ্যালো, মতি তো বোয়ে গ্যাচে, কেবল নাড়াচাড়ার মধ্যে একটা মেয়ে! কি করি? পাঁচজনাতে বারম্বার আর একটা সংসার কোত্তে বোল্‌চে, বয়েসটাও দেখ্‌চি অনেক হোয়েচে (ক্ষণেক পরে) তা এমনই কি বুড়ো হোয়েচি? এ বয়েসে কত লোক তো সংসার কোচ্চে, আর আমরা কুলীন বামুণ, বিয়ে না কোল্লে বংশ বজায় থাকে কৈ? গিন্নিকে পরামর্শ জিজ্ঞেসা করেছিলুম, তা কৈ তিনি কথাই কইলেন না, এ কথা শুনে অবধি বুঝি মান হোয়েছে, তা আমার কাজ আমি কোরেচি,

আমি যথা সাধ্য বুঝিয়ে বোলেচি যে বিয়ে কোল্লে তোমার ক্লেশ কিছু মাত্র হবে না; তা বুঝলেন কৈ—এ দিকে বিয়ে না কোল্লে দেখ্‌চি কোনের বাপের জাঁত যায়, তাদের আর ঘর নাই, তাইতো এ মহা বিপদে পোড়লেম! (চিন্তা)।

ঠক। (বাবুরাম বাবুর প্রতি) তেনা এত্‌না ভাবচেন কেন? এত আচ্ছি বাত, একটা আচ্ছি লেড়্‌কা তো চাই? ও তুটো তো কোচ্‌কামের নেই, জমিদারি কোন দেখে গা আর আপকো উমর বড়ি যাস্তি কাঁহা? এ উমরে কেত্‌না আদমি সাদি করতা?

রমে। মহাশয় বলেন কি? এর জন্য এত ভাবনা ক্যানো? এতো কোত্তেই হবে? সংসারে থাকতে গেলে সব চাই, একেবারে কি বংশটা লোপ কোত্তে হবে? আর এতে বেস লাভের অঙ্ক অাছে, তারা বেস পাঁচখানা দেবে থোবে।

ঠক। আপনি ঠেউরে দেখুন এতে নাফা আছে?

রমে। মশায় অতো ভাবতে গেলে আর

আর কাজ চলে না? আপনি উঠুন? চলুন যাওয়া যাক?

বাঞ্ছা। অনেক লোকের আবশ্যক কি? এই আমরা কজনায় গেলেই তো হবে?

(বেণী বাবু ও বেচারাম বাবুর প্রবেশ)

বাবু। (বেণীবাবু ও বেচারামবাবুর প্রতি) এই যে! ভায়ারা এলে, হোলো ভাল, তবে চল, সব যাওয়া যাক।

বেচা। (বাবুরাম বাবুর প্রতি) ওহে এ মন্ত্রণা তোমায় কে দিলে?

বাবু। আরে ভাই অনেক পাঁচ সাত ঘোট কোরে তবে ঠিক হোয়েচে।

বাঞ্ছা। (বেচারাম বাবুর প্রতি) মশায়! এ বিষয়ে টোলে অনেক ঘোট হোয়ে তবে তর্কলঙ্কার, বিদ্যাবাগীশেরা মত দিয়েছেন, বিশেষ আমরা কুলীন মানুষ আমাদিগের সব দিয়ে আগুতে কুল রক্ষা কোত্তে চাই? আর এতে বেস এক হাত মারা মারে?

বেচা। তোমার কূলের মুকে ছাই আর

তোমার পাবার মুকে ছাই, দূ র! দূ র! (বেণী বাবুর প্রতি) ভায়া! তোমার কি মত?

বেণী। মতের কথা আর কি বোল্‌বো; কেবা শুন্‌বে? এক স্ত্রী থাক্‌তে পুনরায় বিবাহ করা ঘোর পাপ, তা এসব কথা কাকেই বা বলি, আর কেবা শোনে?

ঠক। আরে কেতাবি বাবু দেখচি সব বাতেই ঠোকর মারেন, মালুম হয় এনার দোস্‌রা কোন কাম নেই, মোর ওমর বহুত, নুর্‌বি পেকে গ্যাচে, মুই ছোক্‌রাদের সাত হরমড়ি তক্‌রার কি কোর্‌বো, বেণী বাবু কি জানে এ সাদিতে কেতনা রোপেয়া ঘর ঢুকবে?

বেচা। আরে ব্যাটা নেড়ে! তুই দেখ্‌চি যে বাবুরামকে মজালি? টাকাই খুব চিনেচিস্‌? দূ র২, বেণী ভায়া! এ স্থলে আর থাকা উচিত নয়? চল্ল, বাবুরামের যা ইচ্ছে তাই করুক, (বেণীবাবুর হস্ত ধারণপূর্ব্বক প্রস্থান)।

বাবু। ওরা কি বলে হ্যা?

ঠক। ওনাদের বাত শুন্‌লে আর এ দুনি-

স্নাতে থাকতে হয় না? তেনারা একটা না একটা তক্রার নিয়েই আছে।

বাঞ্ছা। বেণীবাবু কেমন বই পোড়ে পোড়ে বেহেড হোয়ে গ্যাচে আর বেচারাম বাবুর কথা কবেন না ও আপনি যা মনে করেন তাই ভাল।

রমে। মিছে না! ওঁরা এক রকমেরেই মানুষ।

বাঞ্ছা। রকম না রকম, এত কোরে বলা গ্যালো যে এ বিষয় অনেক দিন অবধি ঘোট হোয়ে তবে ঠিক হোয়েচে তা সে কথা আমলেই আনলেন না? খানকতক পাতা উল্‌টে পৃথি-বীকে যেন সরা দেখচেন?

রমে। তা আজ কাল এই রকমই হয়েচে খান কতক ইংরাজী বইয়ের পাতা উল্‌টে মনে কোরে যে "হাম্‌সে দিগর নাস্তি"।

বাঞ্ছা। আরে ছি! ওদের কথা আর বোলোনা, তক্রার নিয়েই আছে কাজের বেলা অমনি পটল তুলে, এখন বেলা যায়, চলুন যাওয়া যাক।

রমে। মিছে না, শুভ কার্য্যে আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

বাবু। চল (গাত্রোত্থান) দেখ গৃহিনির জন্য মন্‌টা বড় অস্থির হোচ্চে।

বাঞ্ছা। মশায় যে একেবারে ছেলে মানুষের মতন কথা কহিতে আরম্ভ কোল্লেন, অতো ভাব্‌তে গেলে তো আর কাজ্‌ চলে না, বংশটা তো বজায় রাখ্‌তে হবে আর ও ঢেঁকির কচ্‌ কচানিতে কাজ নাই, চলুন, বেলা গেল, লগ্ন বোয়ে যায়।

বাবু। ভাল, নৌকা কি ঠিক হোয়েচে?

ঠক। ও মুই ফজারে ঠিক করে এসেচি।

বাবু। তবে চল।

বাঞ্ছা। রসুন মশায় কাপড়টা আন্‌তে বলি।

রমে। একটা টোপর কি আনা হোয়েচে? কেননা শুভ কর্ম্মে অনুষ্ঠানের ত্রুটি করা উচিত নয়।

বাঞ্ছা। আরে সব আন্‌তে বলি (নেপথ্যাভিমুখে) হরি, কাপড় আর টোপর নিয়েসো।

(নেপথ্যে আজ্ঞে যাই)

বাবু। কাপড় কি এখানেই পরবো? না নৌকাতে?

বাঞ্ছা। এখানে পরাই উচিত, কেমন গো রমেশ বাবু?

রমে। নৌকা থেকে পোরে গেলেই হবে?

(হরির কাপড় ও টোপর লইয়া প্রবেশ)

হরি। (বাবুর প্রতি) এই নেন।

বাবু। না নৌকাতে নিয়ে চল।

হরি। যে আজ্ঞে (গমনোদ্যত)।

বাবু। ওরে একখানা জাঁতি নিয়ে যাস্।

হরি। যে আজ্ঞে (প্রস্থান)।

রমে। আর বিলম্ব করা উচিত নয়?

বাবু। তবে চল।

বাঞ্ছা। মশায় একটুকু হেঁট হোয়ে যাবেন, বাধাটা যেন লাগে না।

(সকলের প্রস্থান)

(নেপথ্যে গীত)

রাগিণী জয়জয়ন্তী-তাল ঝাঁপতাল।

কেন কুমন হেন হইল বল না।
ছি ছি ছি কুজনে একি, দিলে কুমন্ত্রণা॥
সুখী হতে যায় সুখে, ভাসাইতে তারে দুঃখে,
হবে নাকি তাহে তব, মনেতে যন্ত্রণা।
সে যে অতি সাধ্বী সতী, পতি ব্রত্যে সদা মতি,
এ কুরিতী দেখে তব, জীবে না ললনা॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:(*):—

(বৈটকখানা)

(রামলাল আসীন)

রাম। (বিষন্নবদনে স্বগত) মিছে আসা হোলো, সংবাদটা শুনেই তাড়াতাড়ি এলাম, তা একবার দেখা হোলো না—দেখা হোলেই বা হোতো কি—তিনি কি আমার কথা শুন্‌তেন, তিনিতো প্রায় উন্মত্তের ন্যায় হোয়েচেন, এ বয়েসে যখন সংসার কোত্তে প্রবৃত্ত হলেন তখন সে উন্মত্তের কাজ বৈ কি? উপযুক্ত সন্তান থাকলে

স্ত্রী বিয়োগ হোলে যাদের লোকতঃ ধর্ম্মতঃ শঙ্কা আছে, অল্প বয়েস হোলেও তারা আর পরিণয় করেন না; পিতার আমার কি বুদ্ধি! ভাল কোরে তো লেখা পড়া শিখেন নি, সহজেই পাঁচজনা দুষ্ট বুদ্ধি লোকের পরামর্শেই এই প্রাচীনাবস্থায় স্ত্রী পুত্রসত্ত্বে বিবাহ কোত্তে যেতেচেন। দেখ্‌চি বিষয়াদি ছারখার হবার উপক্রম হোলো, এতদিন যে হয়নি তাই আশ্চর্য্য— যে ঠকচাচা মন্ত্রী জুটেছে উনিত একটা আস্ত স্বর্ণ ঘুঘু, শুনেচি যে পৃথিবীতে এমত পাপকর্ম্ম নাই যা তিনি করেন নাই—শোনা কেন? স্বচক্ষে তো দেখেছি—নির্দ্দোষী বরদা বাবুর অনিষ্ট করিতে কি পর্য্যন্ত না চেষ্টা করেচেন, গুমখুনি মকদ্দমার দাবি দিয়া তাঁহাকে হুগলির কাছারিতে আনয়ন করিয়াছিল, বিস্তর ধন ব্যয় করিয়া তাহাকে দোষী করিতে চেষ্টা করিয়াছিল বটে—কিন্তু ধর্ম্মের সর্ব্বত্রই জয় তিনি অতি ধার্ম্মিক তাঁহার উপর মিথ্যা দোষারোপ কোর্‌লে কি হবে? শুনেচি যে, বাবা তাহাকে ধন দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁর ইচ্ছা যে

বরদা বাবুকে কোন প্রকারে দেশান্তর করাইয়া আমাকে সংশোধিত করিবেন—কি অল্প বুদ্ধি! ঈশ্বর দত্ত বুদ্ধি চালনা না করিয়া কেবল যে পর বুদ্ধিতে চলা মনুষ্যের পক্ষে কি অবিধেয় কার্য্য! বরদা বাবু আমাদের যে কি প্রকার হিতৈষী ব্যক্তি তা যদি তিনি জানতেন তা হোলে আর এ সব ঘট্‌তো না—যদি তাঁর মন্ত্রণানুসারে কর্ম্ম করিতেন তা হোলে সর্ব্ব প্রকারে উত্তরোত্তর উন্নতি হইত; সৎকে অবহেলন করিয়া অসৎকে আহ্বান করা হইয়াছে; যেমন ঠক চাচা আবার তেম্‌নি বাঞ্ছারাম জুটেছে, দেখ্‌ছি যত দিন পিতা আছেন তত দিন কেবল ঠাট্‌টা বজায় আছে, বিষয়াদির অভ্যন্তরে উহারা কি করিতেছে তাহা পিতার বুদ্ধির অগম্য, উনি জানেন যে ঠক একজনা ভারি মামলা বাজ, দেখ্‌চি পিতার লোকান্তরে দাদার চোকে ধূলা দিয়া উহারা সকল কার্য্য নির্ব্বাহ কোর্‌বে, দাদার কি বিষয় প্রতি মন আছে? কেবল আমোদের জন্য ধন পেলেই হয়—তাহা যেমন কোরে হউক না কেন? তাহার যে সকল সঙ্গীগণ তাদের

কথাই বা কি বোল্‌বো? দাদার নিকট আমার নামে বোলে২ তাঁর এমনি কান ভারি কোরে তুলেছে যে তিনি আর আমার মুখাবলোকন কোত্তে চান না, আর বরদা বাবুকে যৎপরো-নাস্তি তিরস্কার করা হইয়াছে, হায়২। এমন ধার্ম্মিক ব্যক্তির গুণ যে লোকে বুঝ্‌তে পারে না তাহাই আশ্চর্য্য।

(বরদা বাবুর প্রবেশ)

বরদা। (রামের প্রতি) রাম অত তাড়াতাড়ি কোরে এলে কেন? তোমার বাবা কোথায়? কথাটা কি সত্য!

রাম। মশায়! সত্য বৈ কি? তিনি কাল গেছেন।

বরদা। বল কি?

রাম। মশায় বোল্‌বো কি, পাঁচ জনায় পোড়ে এই কাণ্ডটা কোর্‌লে।

বরদা। তুমি কিছু বুঝিয়ে বোল্লে না কেন?

রাম। তাঁরা কাল গেছেন আর বোল্‌বোই বা কাকে? বোল্লেই শুন্‌তো কে? যখন তিনি

পরের মন্ত্রণায় চোল্‌চেন্, ঠকচাচা ও বাঞ্ছারাম তাহার রূপার কাটী সোনার কাটী।

বরদা। হায়২! সত্য কেবল পাঁচ জনায় এই কাণ্ডটা করেছে, তোমার মাতার জন্যে আমার মন্‌টা বড়ই উদ্বিগ্ন হতেছে। হায়২! এমন সাধ্বী স্ত্রী সত্ত্বে পুনরায় বিবাহ করা অতি গর্হিত কর্ম্ম।

রাম। মশায় ও কথা আর বোল্‌বেন না, এসে অবধি আর বাটির ভিতর যেতে পার্‌চি না। এথায় থাকা আর উচিত নয়? আজ এরা ফিরে আসবেন, কালিই বিবাহ যদি জান্‌তে পারতেম, তা হোলে আমরা নয় হাতে পায়ে ধোরে ছুটো বোল্‌তাম। উঃ! কেমন্ কোরেই বা মার কাছে যাই? আর কি বোলেই বা বোঝাবো, মশায় আর এ সহ্য হয় না, মার জন্যে হৃদয় বিদীর্ণ হোচ্চে (ক্রন্দন)।

বরদা। রাম! স্থির হও, রোদন কোরে আর কি কোর্‌বে? (রামলালের গাত্রে হস্ত দিয়া) তুমি তোমার মার কাছে যাও, মতিতো একবারো আসেনি আর আস্‌বেও না, সদা আমোদ নিয়ে মত্ত।

(নেপথ্যে উলু২.....ও সই শাঁক বাজা, ও মিতিন বরণডালা আন্——পাল্কি নাবা২ উলু২.....)।

রাম। (নেপথ্যে ধ্বনি শুনিয়া) মশায় আর থাক্‌তে পারিনি (ক্রন্দন) মন বড়ই অস্থির হোচ্চে। উঃ! মা আর কেমন কোরে এ বাড়িতে থাক্‌বেন? তাঁর দুঃখ দেখে আর আমার এখানে থাক্‌তে ইচ্ছা কোরে না। (ক্ষণেক পরে) মশায় এ দুঃখ কি আর সহ্য হয়? কি বোল্‌বো সে দিন দিদির মৃত্যু হোলো তা সে শোক একেবারে ভুলে গিয়ে আবার সংসার কোল্লেন, হায়২! চলুন মশায় এ স্থান হোতে আমরা যাই।

বরদা। চল, বাবুরাম বুঝি বিয়ে কোরে এলো, (রামের হস্ত ধারণ) এস?

রাম। চলুন।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বৈটকখানা)

(মতিলাল, গদাধর ও হলধর আসীন)

মতি। দ্যাখ্‌ গদা? বাবা বেটা বিয়ে কোত্তে যেয়ে খুব টের পেয়ে এসেচে, আর নেড়ে ব্যাটার দফা একেবারে রফা কোরে দিয়েচে, এখনও লাটি ধোরে বেড়াতে হোচ্চে আর বিয়ের রাত্রিতে ডুলি করে আস্‌তে হোয়েছিল, বেস হোয়েচে, ব্যাটা যেমন বাড়ির ভিতরে যেতে চেয়ে ছিল তা তেমনিই ফল পেয়েচে।

গদা। কেন বাড়ির ভিতরে তার কি কাজ্‌?

মতি। আরে দুঃখের কথা বোল্‌বো কি! মেয়েরা বাবাকে দেখে খিল২ কোরে হেসেছিল, তাই তিনি রেগে অমনি চাচা২ কোরে ডেকে-ছিলেন—চাচা অমনি তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর যেতে উদ্যত, কন্যাকর্ত্তা প্রথমে আচ্ছা কোরে বেস মিষ্ট জুতা দিলেন কিন্তু তাতে তার সান্‌লো না, পরে বিলক্ষণ হোয়েছিল। সকলেই এক

রকম না একরকমই বেস টের পেয়েছিল, বাবার দুর্দ্দশার কথা আর কি বোলবো—ঘাট থেকে পাল্‌কি না পেয়ে সেই কাদার দঁকে পড়ে যেন কুমড়ো গড়াগড়ি দিয়েছিলেন, বেস শ্রীটা বেরিয়ে ছিল, কেবল একটা এঁড়ে গরু থাক-লেই ভাল হোতো, ঠক ও বাঞ্ছারাম নন্দী ভৃঙ্গী তো আছেই।

হল। হ্যাঁ হে, বলি সেই বেশে কি বিয়ে কোত্তে গিয়েছিলেন ?

মতি। সেই বেশ বৈ কি ? আবার নূতন বেশ কোথায় পাবেন ? নৌকো থেকে সেজে গেচ্‌লেন।

হল। হ্যাঁ হে, বাঞ্ছারামের কি কিছু হয় নি ?

মতি। (আহ্লাদে) আরে সব রামেরেই হয়েছিল, কেউ সুদ মুকে ফিরে আসে নি—আমাদের নিয়ে গেলে বেড়ে মজা হোতো তা যেমন নিয়ে যায়্‌নি তা তেম্‌নি ফলও হোয়েচে।

গদা। বলি তোমার কি কিছু দুঃখ হয়নি ?

সে দিন রামা পাগ্‌লা তো দেখ্‌লাম কেঁদে২ সারা হচ্ছিল।

মতি। আমার দুঃখ? দেখ্‌তে পাচ্চোনা চোকে তেল দিয়ে কাঁদচি, আমার আবার দুঃখ কি? ও বুড় ব্যাটা এখন খেপেচে ও এখন দশটা বিয়ে করুক না কেন, তা আমার কি? আম্‌রাই কি না কোর্‌চি, আমাদের গুলা গোপনে, তা তাঁর সেটা প্রকাশ্যে।

হল। আমাদের সে হিসেব কোত্তে গেলে একখানা বড় খাতা রাখ্‌তে হয়।

মতি। বটেইতো—এখন ও বাজে কথা থাক, সে দিনকার সেই বাকি মাল্‌টা বার করো?

হল। ভাই গদা সেটা কোথায়?

গদা। রোস্‌, সেটা হেতায় নাই, আমি আনিগে (গদাধরের প্রস্থান)।

মতি। ওহে হলা বাঁয়াটা দাও?

হল। বেস কথা! এই নাও (বাঁয়াদান) অনেক দিন ও চর্চ্চা হয়নি।

মতি। (বাঁয়া লইয়া) তবে একটা চলুক?

হল। রোসো গদা আসুক আগু।

(রামমণি দাসির প্রবেশ)

রাম। হ্যাঁ গা, আমাদের মতি বাবু হেথায় আছে?

মতি। (রামমণির প্রতি) ক্যান রে?

রাম। ওগো বাবুর বড় ব্যায়রাম হোয়েচে, তাই তোমায় ডাক্‌তে এসেচি।

হল। (মতির প্রতি) ভাই! সব ঘুরে গ্যালো।

মতি। আরে দুর! আমি নাকি তাই যাচ্চি (রামমণির প্রতি) তুই যা, আমি যাচ্চি?

রাম। শিগ্‌গির এসো, আমি যাই তবে?

(রামমণির প্রস্থান)

হল। আ! গদা এলে হয়?

মতি। মিছে না।

(গদাধরের বোতল লইয়া প্রবেশ)

হল। (গদাধরের প্রতি) এই যে গদাই তুই ভাই একশো বছর বাঁচ্‌বি, নাম কোত্তেই এসেচিস।

গদা। এখন খুরটা বার করো?

হল। আনাই মিছে হোলো, সব ঘুরে গ্যালো ?

গদা। ক্যানো ?

মতি। আরে বুড় ব্যাটা বড় জ্বালাতন কোরেচে ? আজ বিয়ে, কাল ব্যায়রাম, গদা এই ব্যালা আমরা পালাই চল ?

গদা। বেস কথা, কোথায় যাবে বল দেখি ?

মতি। আর কোথায় ? বাগানে চল ?

গদা। বেস কথা, তবে আমি এই বোতলটা নিয়ে যাই।

মতি। তোরা ভাই আগুতে যা (হলধরের প্রতি) তুই ভাই এই বাঁয়াটা নিয়ে যা ? (বাঁয়া দান)।

হল। দাও (বাঁয়া গ্রহণ) তবে আমি যাই।

(হলধরের প্রস্থান)

গদা। আমিও যাই।

(গদাধরের প্রস্থান)

মতি। এই বেলা সরি, আবার কেউ এসে ভ্যক্ত কোরবে।

(মতির প্রস্থান)

(রামমণি দাসির প্রবেশ)

রাম। ওগো বাবু, এসো না গা? কর্ত্তা যে কেমন এক রকম কোচ্চেন (উত্তর না পাইয়া) কোথা গ্যালো গা, হেথায় তো কাকে দেখ্‌তে পাচ্চিনি (অনুসন্ধান) তবে বুঝি গ্যাচে—যাই মা।

(রামমণির প্রস্থান)

(বেণীবাবু, বেচারাম বাবুর ও বাঞ্ছারামের প্রবেশ)

বেণী। (বেচারামের প্রতি) ভায়া কি করা যায় বলো দেখি? পীড়াটা দেখ্‌চি বড় সাং-ঘাতিক হোলো।

বেচা। কি বোল্‌বো ভাই, মত দেওয়া ভার, নানা মুনির নানা মত।

বেণী। তাই তো, দেখ্‌চি যে বেতদ্বিরে মারা যায়, ও কবিরাজের কর্ম্ম নয়? এক জন ভাল ডাক্তার না হোলে হবে না।

বাঞ্ছা। (বেণীবাবুর প্রতি) আরে মশায়! এমন কাজ কোরোনা, ডাক্তরদের ভাল নাড়ি জ্ঞান নাই।

বেচা। আরে তোমরা চুপ করোনা? সবই তো জানো (বেণীবাবুর প্রতি) ওহে ভায়া একটা ডাক্তার না আন্‌লে দেখ্‌চি মারা যায়।

বাঞ্ছা। (বেণীবাবুর প্রতি) আরে মশায়! করো কি? কোব্‌রেজ তাড়ানো হবে না ও তিন পুরুষে; তবে এক কর্ম্ম কর একটা রোগ কোব্‌রেজ দেখুক আর একটা ডাক্তার দেখুক? ক্যামন?

বেণী। ওহে বাঞ্ছারাম এ তোমার বাঞ্ছা মত তো হবে না?

(ঠকচাচার প্রবেশ)

ওহে চাচা এ রকম কেন?

বেচা। আরে কর্ত্তার বিয়ের ব্যাপার কি শুনোনি? ও খোঁড়া হওয়া ওর কুমন্ত্রণার শাস্তি।

বেণী। ও সব কথা এখন থাক, এর পরে হবে, এখন একটা ডাক্তার আনতে হবে?

ঠক। তেনারা এত ব্যস্ত হোচ্চেন কেন? বোখার সুরু হোলে এক্রামদ্দি হাকিমকে মুই সাতে কোরে এনি—তেনাবি বহুত জোলাব ও দাওয়াই দিয়ে বোখারকে দফা করে খেচুড়ি

খেলান, লেকেন ঐ রোজেতেই বোখার আবার পেল্টে এসে, সে নাগাদ ব্রজনাথ কবিরাজ দেখ্‌চে, বেমার রোজ জেয়াদা মালুম হচ্চে—মুইবি ভাল বুরা কুচ ঠেউরে উঠ্‌তে পারি না।

বেণী। ঠকচাচা রাগ কোরো না, এ কর্ম্মটী তোমার ভাল হয় নি? এ সম্বাদটী অগ্রেই আমাদের কাছে পাঠানো উচিত ছিলো, তা যা হোয়ে গেছে তার আর উপায় নাই, এখন এক জন ডাক্তার আনতে হবে।

(রামলাল ও বরদা বাবুর প্রবেশ)

বেচা। আর কি, এই বরদা বাবু এসেচেন, এখন সব ঠিক হবে (বরদা বাবুর প্রতি) মশায়! বড় বিপদ, আর রক্ষা পাওয়া ভার?

বরদা। বল কি? কে দেখ্‌চে?

বেণী। সেই ব্রজনাথকবিরাজ—কিন্তু দেখ্‌চি তাঁ হোতে হবেনা।

বরদা। তবে তো এক জন ডাক্তার চাই?

বেণী। তাই আমাদের মত।

বাঞ্ছা। (বেণীবাবুর প্রতি) মশায়রা অতো ব্যস্ত হচ্চেন কেন? কোব্‌রেজ গোটা কতক

ভাল পাঁচন ও বড়ি দিলে ও দুদিনের মধ্যেই সেরে যাবে।

বেণী। ঠিক! তোমার পরামর্শ মত কাজ কোরলে চিত্তির হবে।

বরদা। আমি আর এখানে সময় নষ্ট কোত্তে পারি না, যেখান থেকে ডাক্তার পাই নিয়ে আসিগে?

রাম। মশায় তা হোলে ভাল হয়।

বেচা। (বরদা বাবুর প্রতি) মশায়! আপনার গুণের কথা আর কি বোল্‌বো? ইচ্ছা হয়, আপনার পায়ের ধূলো নি।

বেণী। মশায় ও সব কথা যাক—এর পরে হবে।

বরদা। তবে আমি যাই।

(বরদা বাবুর প্রস্থান)

রাম। (বেণীবাবুর প্রতি) মশায় ডাক্তার যদি না পাওয়া যায়?

বেণী। অতো উতোলা হয়ো না—চল এখন একবার বাটির ভিতর যাওয়া যাক।

বেচা। সেই ভাল, চল।

(বেণীবাবু, বেচারাম বাবু ও রামলালের প্রস্থান)

বাঞ্ছা। (ঠক চাচার প্রতি) এত দিনের পরে দেখ্‌চি অন্ন উঠলো, যা হোক পাঁচ রকম কোরে আস্‌ছেলো, তা দেখচি এবার ঘুচে গেলো! কর্ত্তার ভাল মন্দ হোলে যে মতি আমাদের কাচে ভেড়ে তা তো বোধ হয় না, এই সময় যা দেঁড়ে মুসে আদায় কত্তে পারি।

ঠক। মুইবি তাই ঠেউরুচ্চি।

বাঞ্ছা। আরাম হোলে বাঁচা যায়।

ঠক। তার আর বাত আছে?

(নেপথ্যে ক্রন্দনধ্বনি)

বাঞ্ছা। (ধ্বনি শুনিয়া) বুঝি হোয়ে গ্যালো, হায়! ২।

ঠক। এতনা রোজ বাদ মোদের নসিব উঠলো।

বাঞ্ছা। চল একবার দেখা যাক।

ঠক। চল।

(সকলের প্রস্থান)

(বরদাবাবুর প্রবেশ)

বরদা। হায়! হায়! এত বিলম্বে ডাক্তার ডাক্‌লে আর কি হবে, এখানে আর থাক্‌তে

ইচ্ছা হয় না, মৃত্যু শয্যায় যে সকল কথা বল্লেন তাহা শুনে মনটা বড় অস্থির হোচ্চে! হায়২! মতি এসে একবার বাপ্‌কে দেখ্‌লে না, মৃত্যুকালীন মতি২ কোরে প্রাণটা বিয়োগ হোলো।

(হরি ঠাকুরের প্রবেশ)

হরি। (বরদাবাবুর প্রতি) মশায় মতিবাবুকে কি দেখেছেন, কি গেরো দেখুন দেখি, কোথায় ডাকতে যাই? এমন ছেলে থাকা আর না থাকা সমান, শেষে এসে শেষ কার্য্যটা একবার কোল্লে না।

বরদা। ওহে, হেথায় নাই, তুমি তারে যেখানে পাও খুজে নিয়েসো।

হরি। যাই (স্বগত) কোথায় বা খুঁজি?

(হরির প্রস্থান)

বরদা। যাই, একবার কি হোলো দেখিগে?

(বরদা বাবুর প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

(বাবুরাম বাবুর বৈটকখানা)

(বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা আসীন)

বাঞ্ছা। ওহে তবে দেখ্‌চি পট্টল তুল্‌তে হোলো না, মতিবাবুকে কেমন মিষ্টিকথায় ভিজি-য়েচি, কেমন কল কোরে উইলখানা হস্তগত কোরেচি—আর এখন পাতরে পাঁচ কিল? রামার যখন বাড়ি ঢোকা বন্দ কোরেচি তখন আর আমাকে কে পায়?

ঠক। মুই তোমার উপর বড়ি খুসি আছি।

বাঞ্ছা। এখন ভাল কোরে শ্রাদ্ধটায় একহাত মাত্তে হবে কিন্তু আর কাকে ঘেঁস্‌তে দেওয়া হবে না, বক্রেশ্বরকে যোগাড় কোরে তাড়াতে হবে আর ভাগ্‌গি রমেশ কর্ত্তার আগুতেই শিঙ্গে ফুঁকেছে তাই রক্ষে, তা না হোলে আবার তাকে ভাগের গণ্ডা দিতে হোতো, এখন চল, শ্রাদ্ধটা কি রকম হোলো দেখা যাক্‌গে।

ঠক। হাঁ, চল?

(সকলের প্রস্থান)

(হলধর, গদাধর, ও মানগোবিন্দের প্রবেশ)

হল। (গদাধরের প্রতি) ওরে ভাই গদা! শ্রাদ্ধ গড়ালো।

গদা। হাঁ, বেড়ে মজা হোলো, একটা গোল না হোলে কি কখন শ্রাদ্ধ হয়?

মান। যত গোলের গোড়া ঐ নেড়ে ব্যাটা? কোথায় বামুণরা শাস্ত্র নিয়ে তর্ক করছিলো, ওব্যাটা তার ভেতরে কত্তাত্তি কোর্‌তে যেতে তারা রেগে গালাগালি কোর্‌লে, শেষে হাতা-হাতি অবধি হোলো; নেড়ে ব্যাটা বড় জব্দ হোয়েছে, থোঁতা মুক ভোঁতা হোয়ে গ্যাচে।

গদা। ও বাজে কথা এখন যাক্, আমরা এক কর্ম্ম করি, ফলারের বড় বেগোচ, এই অবকাশে চল ভাঁড়াড়ে যেয়ে আচ্ছা কোরে সাঁটা যাক্ গে?

হল। গদা দাদা না হোলে কে এমন স্থপরা-মর্শ দ্যায় বলো?

মান। চল তাই যাই?

হল। চল।

(সকলের প্রস্থান)

সপ্তমাঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বৈটকখানা)

(মতিলাল, ঠকচাচা ও বাঞ্ছারাম আসীন)

মতি। (বাঞ্ছারামের প্রতি) হ্যাঁ হে, রামা গ্যালো কোথা ?

বাঞ্ছা। শুনেছি যে সে মথুরায় আছে, বেস হোয়েছে, বড় বদজাৎ, ঐ জন্য কর্ত্তা তার নাম উইলে উল্লেখ করেন নি।

মতি। এখন এক প্রকার সব মিটে গ্যালো, আমার উপর আর কারো কর্ত্তাত্তি চোল্‌বে না ? রামা তো গ্যাছেই, আর মা মাগি ও বোন ছুঁড়িকে দূর কোরেচি।

বাঞ্ছা। গিন্নি মাগির এদানী বড় আস্পদ্দা বেড়ে ছিল।

মতি। আস্পদ্দা না আস্পদ্দা! এখন কোথায় আমায় ভয় করে কথা কবে, তা নয়, আবার

উপদেশ দিতে এসেছিল ? তা তেমি মুখের মতন হোয়েছে।

ঠক। তেনার বাত আর বোল্‌বেন না, বড়ি খিট্‌খিটা রেণ্ডি।

বাঞ্ছা। হ্যাঁ মশায় ! মাগি গ্যালো কোথা ?

মতি। তা তো জানি না।

ঠক। মুই শুনচি যে উপর মুলুকে গ্যাছে।

মতি। এখন ওকথা যাক্‌, টাকার কি উপায় করা যায় বল দেখি ?

বাঞ্ছা। মশায় ! বিষয় বিক্রী কোরে যে টাকা হয়েছিল তাতো প্রায় শেষ হয়েছে।

মতি। তাইতো (ঠকের প্রতি) ওহে চাচা ! কি করা যায় বল ?

ঠক। মুই চুপ করে থাক্‌বার আদমি নয়, তেনাকে বসিয়ে মোরা যে ফিকিরে পারি রূপেয়া কামাবো।

মতি। আরে, তাই করো ?

বাঞ্ছা। মশায় ! যা সে দিন বলেছি, তাই করুন, তা হোলে টাকায় ভেসে যাবে, কথায় বলে যে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"।

মতি। ও মতলব বড় মন্দ নয়, আমারো সর্ব্বদা টাকার দরকার, তা সওদাগরী তো সহজ কথা নয়? এক জন সাহেবের মুৎসুদ্দি না হোলে আমার কর্ম্ম কাজ জম্‌কাবে না।

বাঞ্ছা। বড় বাবু! আপনাকে বসিয়ে আমরা আপনার সকল কাজই কর্‌বো। আমাদের বটলর সাহেবের এক জন দোস্ত, জান্‌ সাহেব, নূতন বিলাত হোতে এসেছে. তাকে খাড়া কোরে তাহারি মুৎসুদ্দি হোতে হবে।

মতি। সে সাহেব কি কাজ কর্ম্ম বোঝে?

বাঞ্ছা। মশায় বলেন কি? তার কাজ কোরে কোরে চুল পেকে গ্যাচে (ঠকচাচার প্রতি) ক্যামন হে চাচা, বলি আমাদের জান্‌ সাহেব?

ঠক। ও বড়ি লায়েক্ আদ্‌মি (মতির প্রতি) আর মুইবি সাতে২ থাক্‌বো, মোকে আদালত, মাল, ফৌজদারী, সৌদাগরি কোন কামই ছাপা নাই। মোর শেনা বি এ সব ভাল্‌ সম্‌জে। বাবু! আপশোষ এই যে মোর কারদানি এ নাগাদ নিদ যেতেছে, লেফিয়ে২ জাহের হোলো না। মুই চুপ্ করে থাকবার আদমি নয়, দোশমন

পেলে তেনাকে জেপ্‌টে কেমড়ে মেটিতে পেটিয়ে দি, সৌদাগরি কাম পেলে মুই রোস্তম জালের মাফিক চল্‌বো।

মতি। ঠকচাচা! শেনা কে?

ঠক। শেনা তোমার ঠকচাচি, তেনার সেফত কি কর্‌বো! তেনার সুরত জেলেখাঁর মাফিক আর মালুম হয় ফেরেস্তার মাফিক বুজ সমজ।

বাঞ্ছা। (মতির প্রতি) মশায়! ও সব কথা এখন থাক কাজের কথা হউক।

মতি। কি কোর্‌তে হবে বলো না?

বাঞ্ছা। আপাততঃ সাহেবকে দশ পণেরো হাজারটাকা সরবরাহ কোর্‌তে হবে, তাতে কিছু মাত্র জখম নাই, তা সে টাকাও আমি স্থির করিয়াছি—কোতলপুরের তালুকখানা বন্ধক দিলে ঐ টাকা পাওয়া যায়।

মতি। কার কাছে বন্ধক রাখ্‌বো?

বাঞ্ছা। ও সব আমরা ঠিক কোরে দেবো, আমার সাহেবের আফিসে লেখা পড়া হবে আর খরচা খুব কমে কোর্‌বো—জোর পাঁচশত টাকা—তা আর আমি দেরি কোরতে পারি না

—আমি ও ঠকচাচা আগুতে কলিকাতায় চল্ল্যাম, আপনি ত্বরায় একটা শুভদিন দেখে শিগগির আসুন (গাত্রোত্থান) উঠ হে চাচা ?

মতি। কলিকাতায় কোথায় থাক্‌বো ?

বাঞ্ছা। আমার সোণাগাজির দরুণ বাটীতে একেবারে যাবেন।

ঠক। মুইবি উঠ্‌লেম (গাত্রোত্থান)।

বাঞ্ছা। দুর্গা দুর্গা, চল্লাম (ঠকের প্রতি) এস চাচা।

(ঠকচাচা ও বাঞ্ছারামের প্রস্থান)

মতি। (স্বগত) আমি তো একলা যাবনা ? সঙ্গিগণদের চাই, তা তাদের একবার ডাক্‌তে পাঠাই (নেপথ্যাভিমুখে) হোরে।

(নেপথ্যে আজ্ঞে যাই)

(হরির প্রবেশ)

মতি। (হরির প্রতি) দ্যাখ্, মানগোবিন্দকে ডেকে দে।

হরি। যে আজ্ঞে (হরির প্রস্থান)।

মতি। (স্বগত) টাকার তো দেখ্‌চি বড় দরকার, আর দেরি করা হবে না, কালিই যদি দিন

ভাল হয় তো বেরিয়ে পড়া যাক, দেখ্‌চি বাঞ্ছা-রাম ও ঠকচাচা হোতে বেস কাজ চোল্‌বে, আমি মাজে মাজে তদারক কোর্‌বো, এখন দিনটা ভাল হোলে হয়।

(মানগোবিন্দের প্রবেশ)

মান। আমায় কি ডেকেচো?

মতি। হাঁ হে, একবার তর্কসিদ্ধান্ত খুড়ার কাছে যাও দেখি? কাল দিনটা কি রকম জেনে এসো?

মান। ক্যান?

মতি। আরে কলিকাতায় সৌদাগরি কো-র্‌তে যেতে হবে?

মান। বটে? (বগল বাজাইয়া) আমি যাই, এলুম বোলে।

(মানগোবিন্দের প্রস্থান)

মতি। (আহ্লাদে) এবার বংশে যা হয়নি তা কোর্‌বো, মুৎসুদ্দি হওয়া বড় সামান্য কথা নয়, অনেক ব্যাটা হবার জন্য কেঁদে মরে, যা হোক ভাল কোরে একবার টাকা উপায় কোর্‌তে হবে, আর তেমনি দো আওরি খরচ কোর্‌বো,

এখন বেরোতে পার্‌লে হয় ? ভাল ! এক আদ খানা নৌকা করে যাওয়া হবে না—পাঁচ ছখানা নৌকা চাই।

(মানগোবিন্দের প্রবেশ)

মান। (স্বগত) ব্যাটা বদজাৎ বামুণ কিছুই বল্লেনা, তা কালই দিন ভাল বলি (প্রকাশ্যে) ওহে কাল সকালে বেস দিন আছে।

মতি। তবে আর দেরি করা হবে না, আমি সব যোগাড় করিগে, তুমি সকলকে খপর দাওগে, সবাইকে কাল সকালে হেতায় আস্তে বোলো, এখান হোতে রওনা হোতে হবে।

মান। তবে আমি যাই।

মতি। হ্যাঁ যাও—কাল ভোরেই সবাই এসো ?

(মানগোবিন্দের প্রস্থান)

মতি। (স্বগত) আমিও উঠি, হোরেকে পাঁচ ছখানা নৌকা কোর্‌তে বলি গে ?

(মতি বাবুর প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:(*):—

(বাবুরাম বাবুর বাটির সম্মুখে রাস্তা।)

(হলধর, গদাধর, দোলগোবিন্দ, মানগোবিন্দ ও অন্যান্য ইয়াররা দণ্ডায়মান)

গদা। (হলধরের প্রতি) ভাই হলা! তুই বুঝি সেতার নিয়েচিস! আমি ভাই তানপুরা নিয়েচি।

হল। দ্যাখ্ ভাই, মানগোবিন্দ কটা নিয়েছে, বাঁয়া, বেয়ালা আবার হুঁকো।

মান। ওহে সব চাই, ঐ দ্যাখ, দোল গোটা কতক বোতল নিয়েছে?

গদা। গোটা কতকে কি হবে?

হল। আরে ও স্থদ্দু পথের খরচ, কলিকাতায় আবার কেনা যাবে, আর এখন কেন্‌বার অভাব কি? বাবা! সৌদাগিরী কোর্‌তে যাচ্চি?

(হরির তল্পি লইয়া প্রবেশ)

গদা। (হরির প্রতি) কৈ রে, বাবু কৈ?

হরি। আস্‌ছেন।

(মতির প্রবেশ)

মতি। (গদার প্রতি) কেমন সব ঠিক ?

গদা। বেলকুল ! এখন বেরোলেই হয় ?

মতি। (হরির প্রতি) সব নিয়েছিস ?

হরি। আজ্ঞে হাঁ।

মতি। এস, সব যাওয়া যাক্ (হরির প্রতি) তুই আমাদের পেছুনে২ আয় ?

গদা। ঘাট অব্‌দি গাইতে২ যাওয়া যাক্ ?

মতি। বেস ! তবে একটা ধর ?

গীত।

রাগিণী পিলু—তাল পোস্তা।

বোল্‌বো কি কোর্‌বা মজা, কোল্‌কাতাতে সবাই মিলে।
দেখ্‌লে পর বাবুআনা, চম্‌কে যাবে লোকের পিলে।
টাকার্ কি ভাবনা করি, মতিলাল সদাগরি,
কোর্‌বে গো আহা মরি, বিধি কি সুদিন দিলে॥

(গান গাইতে২ ও নৃত্য করিতে২ বাবুদিগের প্রস্থান)

হরি। (স্বগত) গেরো আর কি ? এতো কাজ কোর্‌তে যাওয়া নয়, বাবুরা পাঁচালি গাইতে যাচ্চেন।

(নেপথ্যে) হোরে২ ! শিগ্‌গির আয়।

হরি। যাই, আবার বাবুরা গরম হবেন, জানি গেরো আছে—

(হরি চাকরের প্রস্থান)

(তর্কসিদ্ধান্তের প্রবেশ)

তর্ক। আ! আমি বুড়ো মানুষ, আমায় নিয়ে তামাসা? আপদরা গেল বাঁচলেম? গ্রামটা জুড়ালো। পথে লুকিয়ে ছিলাম, কি জানি কি কোরবে? অমনি তো সে দিন দিন দেখাবার জন্য যে আমার বাসায় যেয়ে উৎপাত করেছিল, রাম২! ওরা যে দিন বেরোয় সেই দিনই শুভ, এখন কদিন সুখে গঙ্গাস্নান কোরবো, পথে ঘাটে আর চলবার জো ছেলো না, এমন পুন্নিও বাবুরাম রেখে গ্যাচে—সাক্ষাৎ কুলাঙ্গার—যাই বেলা হোলো।

(তর্কসিদ্ধান্তের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বেণীবাবুর বৈটকখানা)

(বেণীবাবু, ও বরদাবাবু আসীন)

বেণী। মহাশয়! রামলালের কিছু খপর পেয়েছেন?

বরদা। হাঁ, খপর পেয়েছি, তিনি এখন ফির্‌বেন না, আমায় সেথায় যেঁতে লিখেছেন।

বেণী। আহা! রাম অতি চমৎকার ছেলে!

বরদা। রামের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করা হোয়েছে।

বেণী। মশায়! মতির কথা আর বোল্‌বেন না, ও কি না কোল্লে? আপনার মাতা ও ভগিনীকে একেবারে বাড়ি হোতে বার কোরে দিলে, হায়! হায়!

বরদা। তাঁরা এখন কোথায় আছেন?

বেণী। শুনেছি যে পশ্চিমে গ্যাছেন, হায়! হায়! একমুটো পেটের ভাতের জন্যে দেশান্তর হোলো, তাও যে কে খেতে দেবে সেখানে এমন

ট

লোক নাই, বোধ করি ভিক্ষা কোরে খাচ্চে, মাগী বৃদ্ধাবস্থায় কি যন্ত্রণাটাই পেলে, পতি-বিয়োগ, তার পর এই দুঃখ। মতি কি কুপুত্রই জন্মেছিল, জননী, যার চেয়ে ত্রিভুবনে আর কেহই নাই, তার মুখের দিকে চাইলে না। মাগী যখন রোদন কোত্তে২ মেয়েটীর হাত ধোরে বেরিয়ে গ্যালো, তদবধি এক মতি ব্যতীত আর যাবদীয় লোকের দুঃখের কি পরিসীমা আছে? তা দেখো এ পাপের ভোগ মতিকে অবশ্যই ভুগ্‌তে হবে?

বরদা। মতির আর চরিত্র সংশোধনের কোন উপায় দেখ্‌চি নি?

(বেচারাম বাবুর প্রবেশ)

বেণী। (বেচারামের প্রতি) আরে ভায়া! খপর কি?

বেচা। খপর আমার মাতা, মতি কোল্‌-কাতায় যেমন বড় বাড়াবাড়ি কোরেছিলো তা তেমনি পোড়েছে—সে জান সাহেব ব্যাটা ফরাস-ডাঙ্গায় গা ঢাকা দিয়েছে, প্রায় লক্ষ টাকা দেনা, এইবারে দেখ্‌চি ধনে প্রাণে গ্যালো।

বরদা। (বেণীবাবুর প্রতি) বল কি? মতি এখন কোথা?

বেচা। রাতারাতির মধ্যে ছদ্মবেশে বদ্দিবা-টিতে পালিয়ে এসেছে।

বেণী। হায়২! কেবল ঐ নেড়ে ব্যাটা এই কাণ্ডটা কোল্লে?

বরদা। (বেচারামের প্রতি) মশায়! এখন কোন কি উপায় আছে?

বেচা। উপায় আর কি? লক্ষ টাকা বার কোরে দিতে পার্‌লে তবে এক রকম থামে।

বেণী। বাবা! লক্ষটাকা পাই বা কোথায়?

বরদা। তাই তো? বড় আক্ষেপের বিষয়!

(প্রেমনারায়ণ মজুমদারের প্রবেশ)

বেচা। (মজুমদারের প্রতি) কি হে! অতো তাড়াতাড়ি কোরে আসৃচো কেন?

প্রেম। বড় খুসী হয়েচি!

বেণী। ক্যান?

প্রেম। সেই নেড়ে ব্যাটাকে বেঁধে নিয়ে গ্যাচে।

বরদা। কাকে হ্যা?

প্রেম। ঐ ঠক চাচাকে।

বেচা। ক্যান? ক্যান? দেনার জন্যে না কি?

প্রেম। ব্যাটা জাল কোর্‌তো, তাই ধরা পোড়েচে।

বেণী। পুলিসের লোক টের পেলে কেমন কোরে?

প্রেম। গোয়েন্দারি দ্বারা সব টের পেয়েছে, আর সে যখন বেণীগারদে কয়েদী ছিল, তখন নিজেই ঘুমের ঘোরে সব বোলে ফেলেচে, পুলিসের লোক তাই শুনে, তার কল পর্য্যন্ত হাজির কোরেছে, এবার সেশানে চালান হবে?

বরদা। মতি এখন কোথা?

প্রেম। কিছুকাল বাড়িতে দর্‌জা বন্দ কোরে থেকে এখন টাকা অভাবে যশোর জেলার জমীদারিতে পালিয়েছে।

বরদা। একবার দেখা কর্ত্তব্য? আহা! আত্মীয় লোক!

প্রেম। মশায়! আর কাকে দেখ্‌বেন? চাচা তো শ্রীঘরে, আজ কাল তার বিচার হবে, আর মতি সে দলবল নিয়ে সোরেচে।

বেচা। ভাল, মতি সেখানে যেয়ে কি সুদ্‌রেচে?

প্রেম। সে আবার সোদ্‌রাবার ছেলে, শুন্‌লেম সেথায় নীল্‌করদের সঙ্গে না কি দাঙ্গা কোরেছিল?

বরদা। মশায়! এখন একবার বদ্দিবাটিতে যাই, যদি কিছু কোর্‌তে পারি।

বেণী। মশায় যদি যাচ্চেন; তবে চলুন আমরাও যাই?

বেচা। (বরদাবাবুর প্রতি) ভাই! ধর্ম্ম যথার্থ কাহাকে বলে তা তুমিই সার গ্রহণ কোরেছো, তোমার গুণের কথা আর কি বোল্‌বো?

বরদা। আমি অতি সামান্য লোক, আমাকে অতো কোরে বাড়াবেন না।

বেচা। বাড়ানো নয়? তোমার গুণের কথা মনে কোর্‌লে আমাদের ধীৎকার বোধ হয়।

বরদা। ও সব কথা থাক, এখন যাওয়া যাক।

বেণী। চলুন তবে?

বরদা। মতির স্ত্রীর ও বিমাতার তত্ত্ব লওয়া যাক্, বোধ হয় তাঁরা অতিশয় ক্লেশ পাচ্চেন।

বেচা। তবে চলুন।

(সকলের প্রস্থান)

অষ্টমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(রাস্তা।)

(বাঞ্ছারামের প্রবেশ)

বাঞ্ছা। (স্বগত আহ্লাদে) হা! হা!! হা!!! আমি কি না কোল্লেম? আমাকে যে চিন্‌তে পারে এমন লোক এখনও জন্মায় নি? দেখ্‌তে এদিকে বর্ণচোরা আঁব, কিন্তু যার উপর কৃপা করি তার ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে দি? আমি যে কি ছেলে তা আর কি বোলবো? এখন বাঁচ্‌লে বাঁচি? লোকে বাপের নাম রাখে তা আমি দেখ্‌চি চোদ্দপুরুষের নাম রাখ্‌বো? বাপ পিতামহ যা কোর্‌তে পারে নি, তা আমা হোতে হোলো, তারা কেও পূজারিগিরি, কেও সরকারগিরিতে চালিয়েছে, হা! হা!! হা!!! আমার এখন

কত জনা সরকার আচে—ব্যাটারা যদি থাক্‌তো তাহোলে একবার চক্ষের সাদ মিটিয়ে নিতো? একি কম কথা? বাবা! বামুনের ছেলে হোয়ে বগি চড়া—লক্ষ্মী আমায় যেন ঘুরে২ বেড়াচ্চে (ক্ষণেক পরে) বা! কি বুদ্ধি, কত ব্যাটা কত বই পোড়ে মাতা ঘুরিয়ে বেড়াচ্চে, কিন্তু আমি না পড়ে পণ্ডিত! বুদ্ধির দৌড় কত! কোথায় বা কলের গাড়ি? এ তারের চেয়েও বেশী! হেন ঠক চাচা, এমন ঝানু ছেলে, তারো কাচ্‌ থেকে মকদ্দমা চলাবো বলে, মাগের গহনাপর্য্যন্ত গ্যাড়া দিয়েচি, ব্যাটাকে ক্যামন কল কোরে নিখর্‌চায় সুমুদ্দুর দেখ্‌তে পাঠিয়েচি? বাকি আর কিছু নাই? কৈ? (চিন্তা) হাঁ, মতি ভিটে ছেড়ে পালিয়েচে তা এই সময় বাড়িখানা হস্তগত কোত্তে হবে? হেরম্ব বাবুর কাচ্‌ থেকে ভুজং ভাজাং দিয়ে বন্দকি কাগজগুলা নিগে, মোতেতো দেখ্‌চি আর ফিরে আস্‌বে না, ছেলের এখন ধর্ম্মজ্ঞান হোলো, বিবেকী হোলেন, আবার আমায় সাথী করবার জন্য জেদ কত্তো? কিন্তু আমি যে লক্ষ্মীর বরপুত্র তা

তো জানে না? ও বাজে কথা থাক্? এখন তার সৎমা ও স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বার কোরে দিয়ে গদীয়ান হওয়া যাক্‌গে? আর দেরি করা হবে না—যাই।

(বাঞ্ছারামের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাস্তা।)

(বিনোদিনী ও কাত্যায়নির সাবি দাসির হস্ত ধরিয়া ক্রন্দন করিতেং প্রবেশ)

বিনো। মাগা! আমরা কোথায় যাবো? বাপের বাড়ির তো কেহই নাই, সকলেই গ্যাঁচেন।

কাত্য। মা! আমারো ঐ দশা, মনে কোরেছিলুম যে পিতা বড়মানুষের ঘরে বিয়ে দিয়েচেন, বড় সুখই হবে? তা তেমনিই হোলো? এখন যে কার কাচে গিয়ে দাঁড়াই (ক্রন্দন)।

সাবি। ও গো আর কেঁদে কি কোরবে? এখন ঐ গলি দিয়ে চলো, রাস্তায় আবার কেউ দেখ্‌তে পাবে?

কাত্য। (করযোড়ে) হে জগদীশ! এখন তোমারি শরণাগত, অনাহারে জীবন যায় তাতে দুঃখ নাই, কিন্তু যেন কোন মতে ধর্ম্ম নষ্ট না হয়।

(বরদাবাবুর প্রবেশ)

(বিনোদিনী ও কাত্যায়নী লজ্জায় শঙ্কিতা)

বরদা। (স্বগত) আহা! মতিলাল কি সর্ব্বনাশই কোরেচে, বিপুল বিভব নষ্ট না কোল্লে কি এঁদের এমন দশা হয়? (বিনোদিনী ও কাত্যায়নির প্রতি প্রকাশ্যে) ওগো! আপনারা আমাকে সন্তান স্বরূপ দেখুন? আমি বাবুরাম বাবুর একজন বন্ধু ছিলেম, আমার নাম "বরদা প্রসাদ বিশ্বাস" আপনাদের এই দুর্গতি শুনে আমার পরিতাপের পরিসীমা নাই, বাঞ্ছারাম কি সর্ব্বনাশই কোল্লে, ছি! ছি! এ মহাপাতকের ফল তাকে অবশ্যই ভোগ কোত্তে হবে? এখন আপনারা আমার বাটীতে চলুন, পরে আমি আপনাদের রামলালের নিকট লয়ে যাবো।

কাত্য। বাবা! তোমার কথা শুনে প্রাণটা শীতল হোলো, অনাশ্রয়ে ভগবান আমাদের এ

আশ্রয় দিলেন, জীবন থাক্‌তে আমরা আপনার এ ঋণ পরিশোধ কোত্তে পার্‌বো না, বোধ করি জন্মান্তরে আপনি যথার্থ আমাদের পিতা ছিলেন।

বরদা। ও সব কথা আর ক্যান বোল্‌চেন? বাবুরামবাবুর সঙ্গে আমার যে রূপ সখ্যতা ছিল, তাতে আপনাদের এই বিপদে আমি কোন উপকার কোত্তে পাল্লেম না, এ আমার মর্ম্মান্তিক দুঃখ রইলো। মতিলাল যদি আমার কথা শুন্‌তো, তা হোলে এ সব আর ঘোট্‌তো না? এ অনুতাপ করা মিছে, যেহেতু সকলি এক সেই সর্ব্বময়ের কার্য্য, এক্ষণে আপনারা আমার গৃহে চলুন?

সাবি। মা ঠাকুরুণ তাই চলুন তবে? আমি বাবুকে জানি, উনি আমাদের কর্ত্তার কাছে প্রায় আস্‌তেন।

(সকলের প্রস্থান)

নবম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(শ্মশান।)

(এক যোগী যোগাসনে আসীন)

(মতিলালের প্রবেশ)

মতি। (স্বগত) এ কোথায় এলেম, বড় ভয়ানক স্থান! চতুর্দ্দিকে শব-অস্থি ভিন্ন তো আর কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চিনে? শ্মশান বোলেই বিলক্ষণ প্রতীতি হোচ্চে, গ্রামের প্রান্তভাগ, পথশ্রান্তে যে রূপ ক্লান্ত হোয়েচি, নগর মধ্যে যে প্রবেশ করি এমত গমনশক্তি আর তো নাই? এতো পথ তো কখন চলিনে, এখন একটু বিশ্রাম করি (উপবেশন করিয়া) কি দুর্ব্বুদ্ধিই ধোরেছিলো? কি বিষয়টাই না বুঝে অপব্যয়ে নষ্ট কোরেচি? এখন তো আমার দুঃখের ভাগী কেহই হোলো না? তখন যে কত লোক আমায়

চতুর্দ্দিকে ঘিরে থাক্‌তো. কত লোকেই যে আমার অযোগ্য কথাতেও সায় দিয়ে যেতো, কত শত লোকে সদা সর্ব্বদাই আমার যে খোষা-মোদ কোরে মন যুগিয়ে কথা কইতো, এখনতো তাদের কাহারও দেখা নাই, আমি এই বিবাগী হোয়ে আস্‌বার সময়ে যে কত লোকের হাতে পায়ে ধোরে আমার সঙ্গের সাথী হোতে বোলে ছিলেম, কৈ! কেহই তো আমার মুখের দিকে চাইলে না? বাবুয়ানার সময়ে যে সব লোক যোটে, লোকে বলে যে তারা লক্ষীর বরযাত্রী—তা বিলক্ষণ জান্‌তে পাল্লেম। এখন সে পরি-বেদনা করা বিফল (পার্শ্বে নিরীক্ষণ করিয়া) ইঃ! বামদিকে একখানা কিসের হাড় পোড়ে রোয়েচে, একটু সোরে বসি (দক্ষিণদিকে দেখিয়া) এ দিকেও যে একখানা—থাকুকগে? আর ঘৃণা করা বৃথা? আমার এ শরীরেওতো ঐ হাড় আছে? ঘৃণা কেবল লোকাচারে করা মাত্র—(ক্ষণেক পরে) কি ভয়ানক স্থান! জন প্রাণির সাক্ষাৎ নাই, দিক সকল যেন গ্রাস কোত্তে আস্‌চে, আমার ভারি ভয় হোচ্চে (ইত-

স্তুতঃ দৃষ্টি করিয়া) ও আবার কে বোসে! মনুষ্য বোলে তো বোধ হোচ্চে না? এমত জনাগম্য স্থলে কে আর একক আস্তে পারে? শুনেছিলেম, মনুষ্যের দোষ পেয়ে মৃত্যু হোলে কত কি হয়, তাই হবে? নতুবা আমি এতো ভীত হোচ্চি ক্যান? কেমন কোরে পলাই, আর পলায়ন কোল্লে তো উহার হাতে নিষ্কৃতি নাই। এখন আমার ভীত হওয়াই অনুচিত হোচ্চে, যখন বিবাগী হোয়ে আসি, তার পূর্ব্বেই তো আত্মঘাতী হোতে ইচ্ছা কোরেছিলেম। জীবনে আর তো মমতা করিনে, এখন আমার জীবনান্তই মঙ্গল বিবেচনা করি। আমি কি অল্প পাপ কোরেচি? যখন দুঃখিনী জননীকে অসহ্য মনঃকষ্ট ও তাঁহার অঙ্গে হস্তারোপ ও বাটী হইতে বহিষ্কৃতা কোরে দিয়েচি, তখন আমার চেয়ে নরাধম আর কে আছে? যখন জনককে যাবজ্জীবন সর্ব্বতোমতে অসুখী কোরেচি—অধিক কি বোল্‌বো যিনি আমার জন্য, মৃত্যু শয্যায় শয়ন কোরে আমাকে একবার দ্যাখ্‌বার জন্য হা—মতি হা—মতি কোরে প্রাণ

পরিত্যাগ কোল্লেন, আমি তাঁহার নিকটস্থ না হইয়ে কৌতুকামদেই মত্ত ছিলেম, তখন আমার চেয়ে নরাধম আর কে আছে? যখন যে স্ত্রীকে বিধি বৈদিক মতে বিবাহ কোরে চিরকাল তাহার মুখাবলোকন না করিয়া পর নারির ধর্ম্ম নষ্ট চেষ্টায় সচেষ্টিত ছিলেম, তখন আমার চেয়ে নরাধম আর কে আছে? যখন সহোদর যে রাম, যাহার তুল্য এ পৃথিবীতে সুহৃৎ আর কেহই নাই, এমন প্রাণাধিককে মর্ম্মান্তিক মনবেদনা দিয়ে বাটী হইতে বহিষ্কৃত কোরে দিয়েচি, তখন আমার চেয়ে নরাধম কে আছে? যখন আপন সহোদরাদের, যারা আমার পরম হিতৈষিনী, তাদের কত কটু বাক্য বোলেচি, ও কখন কোন প্রকারে ভ্রাতৃভাব প্রকাশ করিনে, আর জ্যেষ্ঠা ভগ্নির মৃত্যুতেও সন্তাপিত হইনে, তখন আমার চেয়ে নরাধম আর কে আছে? যখন বরদা বাবু প্রভৃতি সদ্ উপদেশকেরা আমার চরিত্র সংশোধনের জন্য কত উপদেশ সূচক বাক্য বোলেছিলেন, তাহা বিষ বোধ কোরে তাদের অসমক্ষে কত কটু বাক্য বোলেচি, তখন

আমার চেয়ে নরাধম আর কে আছে? আমার এ বিফল জীবন ধারণ করাই বৃথা! (ক্রন্দন করিতে২) আমার মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী কোথায় রহিলো? আমিই বা কোথায় এলেম! সকল সর্ব্বনাশের আমিই মূল কারণ—হে জগৎপিত—জগদীশ্বর! এ অধম আর কত কাল এ যন্ত্রণা ভোগ কোরবে? আমার জীবনান্ত করুন (চতুর্দ্দিক দেখিয়া) বাপ্‌রে! কি ভয়ানক স্থান! পাপের প্রতিকার অপেক্ষা প্রাণের আশঙ্কাই কি এতো হোলো, জগদীশ! রক্ষা করুন (ক্রন্দন)।

ঋষি। (দূরহইতে) মাভৈ—মাভৈ, বৎস! ভয় কি?

মতি। (ইতঃস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া) তবে দেখ্‌চি উনি মনুষ্য? কোন সিদ্ধ পুরুষ হবেন, এক্ষণে উহার পদানত হইগে, যদি আমার পাপের পরিত্রাণের জন্য সান্ত্বনারূপ উপদেশ প্রদান করেন, বোধ করি তাহা হইলে আমার চির পরিতাপিত চিত্ত সুশীতল হবে, (অগ্রসর হইয়া প্রণামান্তে) মশায়! আপনি এ বিজন

শ্মশান মধ্যে কে অধমকে অভয় প্রদান কোল্লেন? পরিচয় দিন? আর আমি বা এ কোথা এসেচি?

ঋষি। বৎস! আমার পরিচয়ে কোন প্রয়োজন করে না; অতো ভীত হোচ্চো ক্যান? তুমি এ বারাণসী ধামে এসেচো!

মতি। মশায়! আমি এ স্থলে আগমনে অত্যন্ত ভীত, অস্থির ও দহ্যমান হোয়েচি; আপনার মনোমধ্যে তাহার কোন বিষয়ের কিছু মাত্র নাই।

ঋষি। "ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী শান্তিশ্চিরং গেহিনী সত্যং শুনুরয়ং দয়াচ ভগিনী ভ্রাতা মনঃ সংযম।

শয্যা ভূমিতলং দিশোপি বসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনং যস্যৈতেহি কুটুম্বিনো বদ সখে কস্মাৎ ভয়ং যোগীন।"

মতি। মশায়! আমি অত্যন্ত অধম, ইহার মর্ম্ম গ্রহণ কোত্তে পাল্লেম না, আপনি অনুগ্রহ কোরে বুঝাইয়ে বলুন।

ঋষি। যাহার ধৈর্য্য পিতা, ক্ষমা মাতা, শান্তি গৃহিণী, সত্য কন্যা, মনঃসংযম ভ্রাতা, দয়া ভগ্নি, বসুমতি শয্যা, দশ্‌দিক বস্ত্র, জ্ঞানামৃত পাণীয়, সেই মহাযোগী আত্মীয় স্বজন স্বত্বে কি অবর্ত্তমানেও সহজেই শোক, শঙ্কা, লোভ ও মায়া বিবর্জ্জিতে ব্রহ্মানন্দে সুখী হইয়া থাকেন, তাহার সামান্য কোন বিষয়ে শঙ্কা কি লোভাদি কিছুই থাকে না।

মতি। মশায়! অদ্য জীবন সফল বিবেচনা কোল্লেম; জিজ্ঞাসা করি, যে ব্যক্তি অশেষ মহা-পাতকের পাতকী, সে কি আপনার অনুজ্ঞার বশবর্ত্তী হোতে পারে?

ঋষি। বৎস! প্রজ্বলিত অনলে কি তৃণ-রাশি দগ্ধ করে না? তমসা যামিনী কি কৌম-দির সহিত শোভিতা হয় না? সেইরূপ ধর্ম্মাশ্রয় করিলেই মহাপাপ তিরোহিত হয়।

মতি। ধর্ম্মের লক্ষণ কি?

ঋষি। ধৃতিঃ ক্ষমা দমস্তেয়ঃ শৌচ মিন্দ্রিয়ঃ নিগ্রহং।

ধী র্বিদ্যা সত্তম ক্রোধো দশকো ধর্ম্ম লক্ষণং।

ধারণ শক্তি, সহিষ্ণুতা, দমন, অচৌর্য্য, শুচি ইন্দ্রিয় নিগ্রহঃ, অধ্যয়ন, আত্মজ্ঞান, সত্য এবং অক্রোধ এই দশটী লক্ষণকে প্রতিপালন কোল্লেই ধার্ম্মিক হয়, মহাপাতক সহজেই তাহার তিরো-হিত হইয়া যায়।

মতি। মশায়! আমার কি গতি আছে? এ নরাধমের পরিত্রাণের কি উপায় আছে? আমি যে মহৎপাপী, বোধ করি নরকের যোগ্যও নই; (চরণ স্পর্শ করিয়া) মশায়! আপনি যাতে আমার পরকালে সদ্গতি হয় তদ্বিষয়ের উপদেশ প্রদান করুন।

ঋষি। পরকালে সদ্গতির উপায় ঈশ্বরকে এক মনে ধ্যান করা।

মতি। মশায়, ঈশ্বরকে কখন ধ্যান করিনে ও ধ্যান কোল্লে বোধ হয় তিনি সদয় হবেন না।

ঋষি। বৎস! তোমার ও ভ্রম, নশ্বর মনুষ্যেরা ইন্দ্রিয় সুখে মত্ত হোয়ে ঈশ্বরকে ত্যাগ করে, কিন্তু তিনি কখন কাহাকে পরিত্যাগ না; তিনি তাহাদের ক্রোড়ে করিবার জন্য নিয়তই হস্ত প্রসারণ করিতেছেন।

মতি। মশায়! তাঁহাকে ধ্যান কোল্লেই কি পাপের হ্রাস হবে?

ঋষি। সেই আনন্দময়ের ধ্যানেতে আনন্দের উদয়, তোমার চিত্তের যে গতিক তা আমি দেখিতেছি, এক্ষণে তোমার চিত্ত গত্যন্তর হইয়াচে এই গত্যন্তরে ঈশ্বরের প্রতি পিপাসা হইবেক, এত দিন মলিনে মগ্ন ছিলে এক্ষণে গত্যন্তর হওয়াতে সেই মালিন্য বিগত হইতেছে; বৎস! বীতরাগ, বীতশোক, বীতক্রোধ বীতকাম, বীতলোভ, বীতদ্বেষ, বীতহিংসা হইয়া নম্র ও পবিত্রভাবে ঈশ্বরকে ধ্যান কর, ও ঐ প্রকারে যত ধ্যান করিতে পারিবে তত চিত্তে আনন্দের উদয় হবে—"শান্তমুপাসীত"।

মতি। মশায়! আপনার এ সকল কথা অমৃতময়, আপনি যা উপদেশ দিলেন তাহা আমি প্রাণপণে হৃদয়ে ধারণ কল্লেম, অদ্যাবধি আপনি আমার উপদেষ্টা হলেন, আমি আর অন্যত্র গমন কোর্‌বো না, আপনার পদতলে পোড়ে থাকবো।

ঋষি। ভাল, অদ্যাবধি তুমি আমার কুটীরে অবস্থিতি কর।

মতি। মশায়! আপনার আশ্রম কত দূর?

ঋষি। এই বারানসির অন্তঃপাতি—এখানে কেবল যোগ কোত্তে আসি, এখন চল, দেখ্‌চি তুমি অতি ক্লান্ত ও ব্যাকুল হোয়েচ, আশ্রমে বিশ্রামান্তে আধ্যাত্মিক উপদেশ দিব।

মতি। যে আজ্ঞে, তবে চলুন।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:(*):—

(রাস্তা)

(প্রমদার ক্রোড়ে মস্তক দিয়া গৃহিনী শায়িতা)

গৃ। বাছা! তুই একটু শো, আমি উঠে বসি?

প্রম। না মা! তুমি শুয়ে থাকো আমি গায়ে হাত বুলোই, (গাত্রে হস্ত বুলায়ন)।

গৃ। বাছা! এখন কেবল তোর মুখ দেখেই বেঁচে আছি, এ বেঁচে থাকায় আর ফল কি? কেবল পাপের ভোগ ভুগ্‌চি বৈতো নয়—এ কেবল আমার আপনার দোষেই ঘটলো! কেনই বা রাগ কোরে বেরিয়ে এলেম, ছেলেতে কি কখন আব্‌দার কোরে মাকে মারে না, না দুটো কটু কথাই বলে না, পেটের ছেলে—পরতো নয়? আহা! বাছা আমার ক্যামন আছে? রামই বা কোথায়? (ক্রন্দন) নূতন বৌটীকে নিয়ে ঘরকন্না কোত্তে পেলেম না।

প্রম। মা! আর কেঁদে কি কোরবে, এখন একটু ঘুমোও?

গৃ। বাছা! মন না স্থির থাক্‌লে তো ঘুম হয় না? আমার প্রাণটা কেমন কেঁদে কেঁদে উটচে। প্রমদা! এখন আমার বাড়ি ফিরে গিয়ে মতির চাঁদমুখ দেখ্‌তে ভারি ইচ্ছে হোচ্চে।

প্রম। মা! এখন তো তার কোন উপায় নাই, যা এনেছিলেম তা তো সব খরচ হোয়ে গ্যাচে, সম্বলের মধ্যে কেবল পরণের কাপড়

আর এইটী ঘটিটী আছে, তাতে আরতো যাওয়া হতে পারে না। আপনি দিন কতক ধৈর্য্য ধোরে থাকুন, আমি কারো বাড়িতে দাসি হয়ে কিঞ্চিৎ পথ খরচ সঞ্চয় করি, তার পর বাড়ি যাবো।

গৃ। বাছা! এ দুঃখ রাখবার আর কি জেয়গা আছে? আমার বাড়িতে চাকর চাকরাণী ছিল—একি না তুমি দাসী হতে চাচ্চ, আর আমাদের পেটে এক মুটো ভাত যুটচে না, হায়২! (বলিয়া মুখে বস্ত্র দিয়া ক্রন্দন)।

প্রম। (মুখে বস্ত্র দিয়া ক্রন্দন)।

(একজনা বৃদ্ধা স্ত্রীর প্রবেশ)

স্ত্রী। (গৃহিণী ও প্রমদার প্রতি) বাছা! তোমরা রাস্তায় বোসে কাঁদচো ক্যান?

প্রম। মা! আমরা পথের কাঙালিনী, মনের দুঃখেই কাঁদচি।

স্ত্রী। যদি টাকা চাও তো আমার সঙ্গে এসো?

প্রম। কোথায় মা! কত দূর যেতে হবে?

স্ত্রী। বেশি দূর নয়, এই বৃন্দাবনে এক জন

বাঙ্গালী বাবু আছেন তিনি প্রতিদিন গরিব দুঃখিদের কত কি দান করেন, শুন্‌চি আজ কালের মধ্যে দেশে যাবেন, যাওতো আমার সঙ্গে শিগিগর এসো?

প্রম। (গৃহিণীর প্রতি) মা যাবে কি?

গৃ। চল্‌ না-মা? যদি কিছু পথ খরচের মত ভিক্ষে পাওয়া যায়, তাহলে আমরাও অমনি বাড়ি যাবো। (বৃদ্ধার প্রতি) মা! তবে আমাদের বাবুর কাছে নিয়ে চলো।

স্ত্রী। এসো?

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বৈটকখানা।)

(রামলাল ও বরদা বাবু আসীন)

রাম। মশায়! অধিক দিবস হলো চলুন একবার দেশে যাই?

বরদা। ক্ষতি কি? কিন্তু দেশে গ্যালে মনের মধ্যে ভারি দুঃখ হবে, সংসার টা ছিন্ন

ভিন্ন হোয়ে পরিবারেরা সব যে কে কোথায় গ্যাচে তার উদ্দেশ নাই।

রাম। তা তো জানি? আর গিয়ে যে কোথায় দাঁড়াব এমন একটুকু স্থান নাই—বাঞ্ছারাম তো সকলই দখল কোরেচে। মা ও ভগ্নি কোথা গ্যালেন, আর দাদা আমাকে বিধিমতে কষ্ট দিয়েচেন সত্য, তথাপি তাঁহার জন্যে মনটা বড় অস্থির হোচ্চে? চলুন একবার দেশে যাই।

বরদা। দেশে গেলে তো তোমার জননী ও ভগ্নির সহিত সাক্ষাৎ হবে না। শুনেচি তারা এ দিকে এসেচেন।

রাম। মশায়! দাদার কি কোন সংবাদ শুনেচেন?

বরদা। মতি বিবাগী হোয়ে বেরিয়ে এসেচে এই জানি, কিন্তু কোথায় গ্যাচে তা বোল্‌তে পারিনে।

রাম। মশায়! আমার একবার বাড়ি যেতে বিশেষ ইচ্ছে হোচ্চে, বাঞ্ছারাম যদি আমায়

ভদ্রাসন কিরে দ্যায় তো ভাল নচেৎ অল্প স্বল্পের মধ্যে ছোট একখানা বাড়ি কিনে, মা, ভগ্নি ও সহোদরের উদ্দেশ কোর্‌বো। তাঁদের জন্য আমার মনের ভিতর সর্ব্বদা যে কি করে তা আর কি বোলবো ?

বরদা। তবে চল একবার বাড়ি যাওয়া যাক্।

(এক-জন বৃদ্ধা স্ত্রীর প্রবেশ)

রাম। (বৃদ্ধা স্ত্রীর প্রতি) কি গা বাছা ?

বৃ-স্ত্রী। বাবা ! দুটী কাঙালিনী কিছু ভিক্ষা কোত্তে এসেচে, ভদ্রলোকের মেয়ে, বিদেশে এসে বাড়ী যে যায় এমন আর তাদের সম্বল নাই ?

রাম। কৈ ?

বৃ-স্ত্রী। (নেপথ্যাভিমুখে) বাছারা ! তোমরা এ দিকে এসো।

(গৃহিণী ও প্রমদার প্রবেশ)

গৃ ও প্রম। (লজ্জাভাবে শঙ্কিতা হইয়া দণ্ডায়মানা)।

রাম। (গৃহিণী ও প্রমদার প্রতি) আপনারা

আমাদের দেখে এতো লজ্জা কোচ্চেন ক্যান?
কি উপকার কোর্‌বো বলুন?

(গৃহিণী ও প্রমদা অগ্রসর হইয়া অবগুণ্ঠন তুলিয়া)।

গৃ। বাবা আমরা—

রাম। (গৃহিণির মুখাবলোকন মাত্রে) মা ——(গৃহিণির পদতলে পতন)।

বরদা। (গৃহিণির প্রতি) আপনার পদতলে ও কে চিন্‌তে পাচ্চেন? উনি আপনার রামলাল আর আমি সেই বরদা প্রসাদ।

প্রম। রাম! (গাত্রে হস্ত দিয়া) তোমাকে যে দেখবো এ আর আমাদের মনে ছিলোনা! জগদীশ বুঝি মুকতুলে চাইলেন তাই হোলো।

গৃ। (রামলালের প্রতি) বাবা! উঠো? তোমার দুঃখিনী জননিকে চেয়ে দ্যাখ? রাম! যে অবধি তোমার চাঁদমুখ দেখিনে, বাবা আমার দুঃখের আর সীমা ছিল না। আহার নিদ্রা ত্যাগ কোরে দিন রাত কেবল হা—রাম হা—রাম কোরে কেঁদেচি। যাদুমণি! দুঃখ রাখবার আর তো স্থান নাই, আপ্‌নার এই দশা হোলো, মতি

অবাধ্য হোয়ে যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট কোল্লে, আহা! সে মতি আমার এখন কোথা রইলো! যে বৌমা আমার ঘরের লক্ষ্মী, সতি সাবিত্রী তোমার যে বিমাতা, আহা! তারাই বা কোথা রইলো, আহা! তোমার এই প্রমদা ভগ্নি যার একটু মনঃদুঃখে তোমার মর্ম্মান্তিক দুঃখ হোতো, আহা! পথে২ তাকে নিয়ে আমি ভিক্ষে কোরেচি।

রাম। (গাত্রোত্থান করিয়া যোড়হস্তে) জননি! আমি জীবিত থাক্‌তে আপনাদের যে এত কষ্ট হোলো ইহা অপেক্ষা আমার মর্ম্ম বেদনা আর কি আছে?

বৃ-স্ত্রী। ওমা! এরাতো কম মেয়ে নয় গো? কামিক্ষের কি মন্তর তন্তর জানে বুঝি; ভিক্ষে কোত্তে এসে বাবুর যে মা বোন হোয়ে পোড়্‌লো?

বরদা। (বৃ-স্ত্রীর প্রতি) বাছা! তুমি অমন কোচ্চো ক্যান? এঁরা রাম বাবুর গর্ব্ভধারিণী ও সহোদরা ভগ্নি।

বৃ-স্ত্রী। আমি মনে কোরেছিলাম বুঝি যাদু বিদ্যা জানে, তবে আমি চল্লেম বাবু।

(বৃদ্ধা স্ত্রীর প্রস্থান)

রাম। (গৃহিণির প্রতি) জননি! পুনর্ব্বার যে শ্রীচরণ দর্শন কোরবো এ আর আমার মনে ছিল না। বাটির ভিতর চলুন, আমার বিমাতা ও বৌ ঠাকরুণ এখানে আছেন, চলুন তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্ব্বেন।

গৃ। বাবা! মতি আমার কোথা?

রাম। দাদার জন্যেই উদ্বিগ্ন আছি, তাঁর কোন সংবাদ এখন পাইনে, যেমতে পারি তাঁর উদ্দেশ কোরবো, এখন আপনি বাটির ভিতর চলুন।

গৃ। চল বাছা।

(গৃহিণী, প্রমদা ও রামলালের প্রস্থান)

(অপর দিকে বৃদ্ধাস্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

বৃ-স্ত্রী। (বরদা বাবুর প্রতি) হ্যাঁ বাবু! ও দুটী মেয়ে কি বাবুর যথার্থ মা, বোন?

বরদা। বাছা! আমি কি তোমাকে তামাষা কোচ্চি।

বৃ-স্ত্রী। না—বাবু বলি কি, বাবু এমন দাতা, গরিব দুঃখিদের অকাতরে কত দান করেন, তাঁর

মা বোন ভিক্ষা কোত্তেং এলো, এতে আমি অবাক্ হয়ে গেচি। আমার কিন্তু বাবু এখন মনের সন্দ যাচ্চে না। আপনাকে সুদ্দতো যাদু করেনি?

বরদা। নাগো বাছা! তুমি অমন কোচ্চ ক্যান? কার কপালে কখন কি হয় তাকি কেও বোল্‌তে পারে? রামচন্দ্র রাজপুত্র হয়ে বনে গ্যাচলেন ক্যান, নল রাজারই বা দুর্দ্দশা ক্যান হোলো, যুধিষ্ঠিরই বা অরণ্যগামী ক্যান হলেন— গ্রহদুষ্ট হলেই লোকে কষ্ট পায়।

বৃ-স্ত্রী। বুঝ্‌লেম, তবে এখন আসি বাবু।

(বৃদ্ধাস্ত্রীর প্রস্থান)

(রামলালের প্রবেশ)

বরদা। (রামের প্রতি) কি হ্যা সব দ্যাখা সাক্ষাৎ হোলো?

রাম। আজ্ঞে, আজ যে কি আহ্লাদের দিন তা আর বোল্‌তে পারিনে?

বরদা। তাতো হবেই! লোকে বিদেশথেকে এসে জননিকে দেখ্‌লে কত আহ্লাদিত হয়; তাতে তোমাদের যে ঘটনা ঘটেছিল আমারই

দুঃখের সীমা ছিল না, এতে আহ্লাদ হবে তার আর কি কথা আছে? আবাল, বৃদ্ধ, যুবা, জননিকে দেখলে কে না আহ্লাদিত হয়?

রাম। মশায়! এখন দেশে শীঘ্র যাওয়া যাক, মাও বড় ব্যাকুলা হোয়েচেন।

বরদা। চল, তবে একটা শুভ দিনে বেরোনা যাক্।

রাম। তিনি যাবার সময় কাশীতে তিন দিন বাস কোরে যাবেন।

বরদা। ক্ষতি কি? তবে আর দেরি করা হবে না? আজ কালের মধ্যেই যাওয়া যাবে।

রাম। চলুন একবার সবার সঙ্গে দ্যাখা করা যাক।

বরদা। চল।

(বরদা বাবু ও রামলালের প্রস্থান)

দশম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

(ঘাট)

(এক যোগী গান করিতেছেন)

গীত।

রাগ ভৈরোঁ, তাল একতালা।

হর হর হর, স্মর হর হর, কলুষ সংহর কারকং।
জগত জীবন, জগত রতন, জগতস্তজন তারকং ॥
জগত ব্যাপক, জগত জ্ঞাপক, জগত-পালক মহেশং।
পাপতাপ হর, শিব শিবকর, পরপরাক্ষর, লোকেশং ॥

(রামলাল ও বরদা বাবুর প্রবেশ)

রাম। (বরদা বাবুর প্রতি) মশায়! বারাণসী কি সুন্দর স্থল! চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার মহীরুহে নানাজাতি পক্ষী সকল সুমধুর গীত গাচ্চে, ভাগিরথীর কি অপূর্ব্ব শোভা! দূরস্থ দেবালয় ও পর্ব্বত সমূহের কি শোভা সম্পাদিত হোচ্চে! স্থানেং কতশত যোগী যোগাসনে যোগ

কোচ্চেন! প্রকৃতি দেবি যেন স্থির মূর্ত্তিতে বারাণসীতে বাস কোরে আচেন।

বরদা। দেশ ভ্রমণ কোল্লে স্থলে স্থলে স্বভাবের সব সুন্দর সুন্দর শোভা দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

রাম। মশায় (ঋষিকে লক্ষ করিয়া বরদা বাবুর প্রতি) দেখুন, কেমন একটী যোগী বোসে আচেন, সিদ্ধপুরুষ হবেন তাহার আর সন্দই নাই, চলুন উহার সহিত আলাপ করা যাক্?

বরদা। চল (অগ্রসর হইয়া উভয়ে ঋষিকে প্রণাম)।

ঋষি। (রামলালের প্রতি) বৎস! কেমন তোমার শুকপোনিসৎ পাঠে জ্ঞানের উন্নতি হোচ্চে তো?

রাম। মশায়—

ঋষি। (রামলালের মুখাবলোকনে) আমি তোমায় আমার শিষ্য মনে কোরে ছিলেম, তোমার বদনাকৃতি অবিকল তাহার তুল্য।

বরদা। মশায়! আপনার অবয়ব অবলোকনে জগদীশ্বরের পরিচিত বলিয়া অনুভব হয়েচে,

আপনার সহিত আপনার অনুগ্রহিত হয়ে আলাপ কোত্তে বিশেষ ইচ্ছুক হয়েচি।

ঋষি। উপবেশন কর?

বরদা। যে আজ্ঞে।

(রামলাল ও বরদাবাবু উপবেশন করিয়)

ঋষি। আপনারা কি উদ্দেশে এ বারাণসী ধামে এসেচেন।

বরদা। আমরা ভ্রমনার্থে এ স্থলে এসেচি।

(মতিলালের পুস্তক লইয়া প্রবেশ)

রাম। (মতিলালকে দেখিয়া পদযুগ ধরিয়া) একি দাদা—আমি যে আপনাকে দেখ্‌বো এ আর মনে ছিলোনা (ক্রন্দন)।

মতি। (ক্রন্দন করিতে২) ভাই উঠ (হস্ত ধরিয়া), তোমার গাত্র স্পর্শ কর্‌বার যোগ্য নহি, আমি যে নরাধম তা আর কি বোল্‌বো? তোমার নিকট থাক্‌তে আমার লজ্জা ও ঘৃণা হোচ্চে, মনে কোরেছিলেম যে আত্মঘাতী হোয়ে মানসিক যন্ত্রণা শেষ করি কিন্তু এই ভাগ্যবান, গুরুর উপদেশে তাহা রহিত হয়েচে।—ভাই! এস একবার তোমায় আলিঙ্গন করি (আলিঙ্গন)।

বরদা। মতি—

মতি। (বরদা বাবুকে দেখিয়া পদযুগ ধরিয়া) মশায়! অপরাধ ক্ষমা করুন আমি আপনার প্রতি যে প্রকার অত্যাচার কোরেচি তাতে আপনার চরণ স্পর্শ কর্‌বারও যোগ্য নই।

বরদা। (হস্ত ধারণপূর্ব্বক) মতি উঠো—

মতি। (উপবেশন করিয়া) হায়!—

ঋষি। (মতির প্রতি) বৎস! স্থির হও ওঁরা তোমার কে, আমাকে সত্য পরিচয় দাও?

মতি। (ঋষির প্রতি) গুরো! (রামকে দেখাইয়া) ইনি আমার প্রাণাধিক সহোদর, (বরদা বাবুকে দেখাইয়া) ইনি পিতার পরম বন্ধু, আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু আমি ওঁর উপদেশ ঘৃণা করিয়া সমক্ষে ও অসমক্ষে কত কটু বাক্য বোলেচি।

ঋষি। বাপু! পাপের চিন্তা ও পরিহার স্বীকার কোল্লেই প্রায়শ্চিত্ত করা হয়, তুমি নিত্য২ যে প্রকার তত্ত্বজ্ঞান অভ্যাস করিতেছ তাহাতে পাপের লাঘব ও নির্ম্মল অন্তঃকরণ

হবে তার আর বিচিত্র কি আছে?—অল্প কালের মধ্যেই তোমার চিত্তের অনেক গত্যন্তর হয়েচে।

রাম। দাদা! মাতা, বিমাতা, ভগ্নি ও বধু ঠাকরুণ তাঁরা সকলে আমার সঙ্গে এই বারাণসী ধামে এসেচেন, জননী দিবা রাত্রি ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিত্যাগ কোরে কেবল হা—মতি হা—মতি বোলে রোদন কোচ্চেন, একবার আমার সঙ্গে চলুন, তাঁর পরিতাপিত চিত্তকে সুশীতল কোর্বেন।

মতি। হা—জননি—(বলিয়া পতন এবং মূর্চ্ছা)।

রাম। (ক্রন্দন করিতে করিতে) দাদা! দাদা! এমন হয়ে পোড়্লেন ক্যান?

বরদা। মতি! মতি! কি সর্ব্বনাশ! আমি জল আনি, রাম তুমি ততক্ষণ একটু বাতাস কর।

ঋষি। বৎস! স্থির হও, আমার এই কমণ্ডলের জল দিচ্চি। (কমণ্ডলের জল প্রদান)

রাম। (গাত্রের বস্ত্র দিয়া ব্যজন)।

বরদা। মতি! মতি!

মতি। (চেতন প্রাপ্তে মৃদুরবে।) হা! মাতঃ! তুমি এমন কুপুত্রকেও গর্ভে স্থান দিয়েছিলে? (নীরব)।

রাম। দাদা! তুমি এত পরিবেদনা কোচ্চ ক্যান? জননী আপনার কোন অপরাধ গ্রহণ করেন নি। আপনি এখন চলুন। আমরা অদ্যই স্বদেশে গমন কোরবো।

মতি। (ঋষির প্রতি) গুরো! আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে একবার জননিকে দর্শন কোরে আসি। আর তাতে আমার তো কোন যোগের হানি হবে না?

ঋষি। বৎস! বল কি? আজ তোমার তপস্যা সফল হোলো, তুমি জান? জননী স্বর্গের গরিয়সী? কোন তীর্থপর্য্যটক দ্বাদশবর্ষ তীর্থ ভ্রমণ কোরে জন্মভূমী কি জননীকে দর্শন না কোল্লে তাহার সে তীর্থের ফল ব্যর্থ হয়? বৎস! আমি তোমাকে অনুমতি কচ্চি, তুমি তোমার পরিবার সহ স্বদেশে গমন কর। আমার এ বাক্য তোমার কোন প্রকার লংঘনযোগ্য নহে।

মতি। আপনার আজ্ঞা আমার শিরধার্য্য, যে আজ্ঞে আসি তবে। (চরণতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)।

(বরদা বাবু ও রামলাল প্রণাম)

(বরদাবাবু, মতি ও রামলালের প্রস্থান)

—:*:—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কাশীধামের বাটী)

(গৃহিণী, বিনোদিনী, প্রমদা, কাত্যায়নী আসীনা)

(বরদাবাবু, মতি ও রামলালের প্রবেশ)

মতি। মা! তোমার কুসন্তান এখন জীবিত আছে, আপনার সঙ্গে আমি যে অসদ্ব্যবহার কোরেচি, আর আমার জীবিত থাক্‌তে আপনাকে মুখ দেখাতে ইচ্ছা নাই। অনুমতি করুন, চরণ দর্শন কোরে প্রাণ পরিত্যাগ করি।

(চরণে পতন)

গৃ। বাবা মতি; আমি যে তোমার চাঁদমুখ দেখ্‌বো এ আর আমার আশা ছিল না, উঠ বাবা! আমার নয়ন সফল হোক্।

মতি। (উঠিয়া দণ্ডায়মান ও যোড়হস্তে) জননি! এ অধম তোমার কুপুত্র, রামলালের কুভ্রাতা, বনিতার কুস্বামি, আমার তুল্য নরাধম আর পৃথিবীতে নাই।

গৃ। মতি! আমার তো সে সব কিছু মনে নাই; মতি আমার কোথায় গ্যালো—কেমন কোরে মতিকে একবার দেখবো, দিবা রাত্তির কেবল এই চিন্তা কোত্তেম।

বরদা। রাম! এস্থলে থাকায় আর কি প্রয়োজন আছে, চলনা স্বদেশে গমন করা যাক্।

রাম। (মতির প্রতি) মহাশয়! কি অনুমতি করেন, আর বিলম্বে ফল কি? নৌকা ঘাটে প্রস্তুত।

মতি। রাম! তোমার ভাই সততায় আমার পূর্ব্ব ব্যভার গুলো অধিক কষ্টদায়ক হোচ্চে।

রাম। দাদা! সে সব কথা আর ক্যান মনে কোচ্চেন। এক্ষণে চলুন।

মতি। চল ভাই! (সকলের প্রস্থান)

(নেপথ্যে—গীত)।—

রাগিণী বিভা-তাল আড়া ঠেকা।

বিষয় বিরস রসে কেন এত হে মগন।
তত্ত্বরসে মত্ত হও ভাব নিত্য নিরঞ্জন॥
একি ভয়ানক ভ্রম, অন্তরের ধনে ভ্রম,
সতত বাহিরে ভ্রম, এই ভ্রম পাপ-কারণ।
ত্যাজ ত্যাজ এই ভ্রম, কর অন্তর আশ্রম,
সফল হইবে শ্রম, শীতল হবে জীবন॥

(যবনিকা পতন)।

অশুদ্ধি শোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৬	১৫	এইটে গীত	এই গীতটে
৩৮	১৬	মতী	মতি
৩৮	১৯	হনা	হলা
৫১	৫	রমেশ দণ্ডায়মান,	রমেশও মতি দণ্ডায়মান
৫৬	১৫	আয়ে	আরে
৬৭	১৫	কায়ো	কার
৭৩	১	তৃতীয় গর্ভাঙ্কের পর (বৈটকখানা)	
৮৮	১০	হরমড়ি	হর ঘড়ি
৯২	৭	সাধ্বা	সাধ্বী
৯২	১৮	থার্ব্বলে	থাক্‌লে
১৩২	১৬	আমায়	আমার